প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত, বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দিনগুলি রাতগুলি

৭ জানুয়ারি। রাত্রি

হে আমার সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো।
ঐ তার আলুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ আমার স্নান,
বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা--
কী লাভ কী লাভ তাকে অবিশ্রাম ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্যে পুঞ্জ ক'রে?
কিংবা তাকে মহত্ত্বের শিখরে ছুটিয়ে নিয়ে অবশেষে নির্বাধ প্রপাতে
অন্তহীন অন্তহীন অন্ধকারে বিসর্জন ক'রে
কী লাভ কী লাভ?

তাই
এমন আকাশ হবে তোমার চোখের মতো ভাষাহীন নির্বাক পাথর, দৃষ্টি তার স্থির হবে মৃতের প্রাণের মতো উদাসীন নির্মম শীতল, তুমি আছো সর্বময় রাত্রির গহনে মিশে--আমি এক ক্লান্তির কফিনে, তুমি যদি মৃত্যু আনো অবসাদে মূক আর কঠিন কুটিল রাত্রি জুড়ে—
হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা,
মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা,
আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে দুপুরে বিকেলে
এবং আমাকে বলো, 'মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন' :
আমি হব তাই
তৃণময় শান্তি হব আমি॥

৮ জানুয়ারি। সকাল

ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না। আবার প্রভাত হলে পৃথিবী উন্মুখ হবে, রৌদ্র হবে ব্যাধের মতন। আমাকে হানবে তারা বড়ো!

তার চেয়ে তমস্বিনী রাত্রি ভালো আজ, তামসীরে মেরো না মেরো না—
ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না।

৮ জানুয়ারি। দুপুর

হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।
আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগঞ্চল—দীর্ঘ করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত করো ছায়াস্তৃত একখানি ধূসর-বাতাস-ঢালা অকরুণ আলোর মালায়,
আমাকে গোপন করো তুমি।

৮ জানুয়ারি। রাত্রি

আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়, প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরে, ভয়ে কাঁপে দূর-দূরান্তর।
কত বলি, কত ভালোবেসে মৃদু স্বরে-সুরে বলি তাকে, রে দুরন্ত চোখ, স্পর্শ তাকে ক'রো না ক'রো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অন্তহীন সে পেয়েছে শুধু একখানি
অবসন্ন দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ
সেই তার ভালো।
কত বলি শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ় ব্যথায় আবক্ত-চিত্ত, শোনো। লজ্জার আনীল বিষে মুখ তুমি ঢেকো না ঢেকো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু
যন্ত্রণার ডালা।
সেই তার ভালো।

৯ জানুয়ারি। সকাল

'এখানে ঘুমায় এক মানবহৃদয়, তার জলে লেখা নাম।'

কবিদেব, কেবল বেদনা—আহা কেবল বেদনা বুঝি ভালোবাসে তোমার হৃদয়। মাটির শীতল স্পর্শে অবিরাম অবিরাম কবর কামনা করো তাই? কতদিন মুঠো মুঠো এমন প্রভাত তুমি ধরেছ কিশোর? কতদিন সূর্য থেকে মাটি থেকে শূন্য থেকে ধরেছ আকুল মনোভারে
একখানি শিথিল প্রণয়?
অবশেষে একদিন জলে-লেখা-নাম কবি মাটির বাসরে ঘুম রচে।

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।
বেদনার শাদা ফুলে আকাশ নিবিড় হবে, অবকাশে ভ'রে যাবে প্রাণ। অবশ বিরামভরা এ পদচারণা তার পুঞ্জ হবে ভাষার আলোকে। আকুঞ্চিত দুটি হাতে আঙুলে আঙুলে তুমি টেনে নেবে গান—
অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী
রাত্রির আবেশে মগ্ন হবে—
তবু সে প্রেমের রাত্রি তার!

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।

১১ জানুয়ারি। দুপুর

সুন্দর কবিতা সখী!
যখন বিষণ্ণ তাপে প্রধূম গোধূলি তার করুণাবসন ফেলে সূর্যমুখী পৃথিবীকে ঢাকে, কঠিন বিলাপে কাঁপে উপশিরা-শিরা, জ্যোতিষ্কলোকের রূপসীরা একে একে ছিন্ন করে দয়িত-আকাশ, যখন প্রেমের সত্য ভুবনে ভুবনে ফেরে করুণ লেখার, তুমিও আসন্ন চন্দ্রে মেলে দাও হৃদয় তোমার, আমি থরোথরো শীতে যন্ত্রণার শিখা মেলি আতপ-তির্যক, যখন পৃথিবী কাঁপে মৃতভেজা মুঠোতে আমার—

তখন কবিতা মিতা, প্রিয় থেকে প্রিয় সখী, সুহৃদ, সুন্দর!

জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ।

মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয় যখন, দেখি তোমারই বিকাশ।
কুয়াশা-উথাল জটা দিক দিক ভরে যদি তোমারই বিকাশ
স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই, সেখানেই তোমাব বিকাশ।

তখন কবিতা মিতা প্রিয় থেকে প্রিয় সখী সুহৃদ সুন্দর!

কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ—
উদাস পাগল গভীর সুরে
ডাক দে তাবে ডাক দে!
ভাঙতে কাঁকন, ছিঁড়তে বাঁধন
কুলোয় না তাব সাধ্যে
কবি বে, আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য!

বহো রে	আলোর মালা	অবশা	রাত্রি ঘিবে
মেঘের ওই	আকাশ ছিঁড়ে	ঝরে রে	বেদন-সুরা
কবিতা	কল্পলতা	আকুলা	চঞ্চলতা
বাঁধে রে	যন্ত্রণা তাব	বাঁধে সে	তমস্বিনী ॥
বহো রে	আলোর মালা	গগনে	দাও ছড়িয়ে
দহনে	দগ্ধ ক'বে	হৃদয়ে	ঝিলিক করো—
মেঘে কে	জাগছ তুমি	জাগো কে	শূন্যপুরে?
কবিতা	স্বর্ণলতা	হৃদয়ে	চক্ষে জ্বলে ॥
বহো রে	আলোব মালা	তামসী	কণ্ঠ জুড়ে—
তবু কে	কাঁদছে সুরে?	কবি কি	নিত্য কাঁদে?
কবি, সে	নিত্য কাঁদে	আকাশে	নিত্য বেদন:
বহো রে	আলোব মালা	ছেঁড়ো রে	কালোর বাঁধন ॥

১২ জানুয়ারি। রাত্রি

বাসনা-বিদ্যুতে তুমি ছিন্ন করো চরিত্রের মেঘ। প্রভূত-আবেগ-পুঞ্জ চেতনার

বৃষ্টি করো আলুথালু প্রকৃতির মুখে। রজনী শাঙন-ঘন, জীবন ময়ূর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ।
প্রেমের বিকীর্ণ শাখা ফুলে-ফলে জ্বলে। জেগে ওঠে ধীরে ধীরে একখানি তপ্তহংতপরিপূর্ণ মুখ। রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।

আকাঙ্ক্ষার ঝড়

এপার-ওপার-করা নিঃঝুম নির্জনতায়
অন্ধকার সন্ধ্যার অজস্র নিঃসঙ্গ হাওযায
তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘেব মতো ঠাণ্ডা, চাঁদেব মতো বিবর্ণ
শাদা পাণ্ডুর মুখ
প্রকাণ্ড আকাশের দিকে।

দূর দেশ থেকে আমি কেঁপে উঠছি
আকাঙ্ক্ষার অসহ্য আক্ষেপে—
তোমার মুখের শাদা পাথর ঘিরে কাঁপছে
আর্তনাদেব, প্রার্থনার অজস্র আঙুলেব মতো ক্ষীণ গুচ্ছ চূর্ণ কেশদাম
অন্ধকার হাওয়ায়।

মেঘে মেঘে আকাশের ভারি কোণ পুঞ্জ হয়ে ওঠে,—
তারই মধ্যে ইচ্ছের বিদ্যুৎ ঝিলকিয়ে যায় তীব্র জোরে বারংবাব
প্রচণ্ড আবেগে ফেটে-পড়তে-চাওয়া ভালোবাসার দুরন্ত ঢেউ
অস্থির ক'রে তোলে অন্ধকারের নিঃসীম ব্যবধান
মগ্ন স্থির মাটির ঘন কান্তি।
তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘের মতো ঠাণ্ডা, চাঁদের মতো বিবর্ণ মুখ
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত চুপ মাটির ঢেউয়ের মতো স্তন
প্রার্থনায় অবসন্ন ব্যাকুল বিশীর্ণ দীর্ঘ প্রত্যাশার হাত
সেই বিক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড আকাশের দিকে—

আর তাই ঘিরে অন্ধকার, গুঁড়ি গুঁড়ি চুল,
নিঃসীম নিঃসঙ্গ হাওয়ায় অজস্র স্বরের বাজনা।

ক্রমশ প্রস্তুত সৃষ্টি, যেন
ভীষণ মধুর লগ্নে দুঃসহ বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ে তার আকাঙ্ক্ষার মেঘ
তোমার উদ্ধত উৎসুক প্রসারিত বিদীর্ণ বুকের মাঝখানে
মিলনের সম্পূর্ণ মায়ায়—
তারপরে, ভিজে এলোমেলো ভাঙা পৃথিবীর আবর্জনা সরিয়ে
সুন্দর, ঠাণ্ডা, মমতাময়ী সকাল।

বাউল

বলেছিলাম, তোমায় নিয়ে যাব অন্ত দূরের দেশে
সেই কথাটা ভাবি,
জীবনের ওই সাতটা মায়া দূরে দূরে দৌড়ে বেড়ায়
সেই কথাটা ভাবি।
তাকিয়ে থাকে পৃথিবীটা, তোমার কাছে হাব মেনে সে
বাঁচবে কেমন ক'রে!
যেখানে যাও অতৃপ্তি আর তৃপ্তি দুটো জোড়ায় জোড়ায়
সদরে-অন্দরে।

উদাসিনী নও কিছুতে—বুঝতে পারি তোমার বুকে
অন্ত কিছু আছে,
যন্ত্রণা তার পাকে পাকে হৃদয় খোলে, সে খোলাটায়
অন্ত মানে আছে।
ঘুমের মধ্যে দেখি আলোর ভগ্ন-কুসুম নীলাংশুকে
বাঁধতে পারে না এ:
উঠেই দেখি কী বিচিত্র, একটি আঁচড় লাগে নি তার
ভালোবাসার গায়ে!

বলেছিলাম তোমায় আমি ছড়িয়ে দেব দূর হাওয়াতে
সেই কথাটা ভাবি
তোমার বুকের অন্ধকারে সুখ বেজেছে মদির হাতে
সেই কথাটা ভাবি।

কবর

আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতে শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন—
নিচে কি তার একটুও নয় ভিজে ?
ছড়িয়ে দেব দুহাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল কেবল আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগে নি তা—
পথের কোণে ভরসাহারা প'ড়ে ছিলাম সারাটা দিন :
আজ আমাকে গ্রহণ করো মিতা !
আর কিছু নয় তোমার সূর্য আলো তোমার তোমারই থা
আমায় শুধু একটু কবর দিয়ো
চাইনে আমি সবুজ ঘাসের ভরা নিবিড় ঢাকনাটুকু
মরাঘাসেই মিলুক উত্তরীয়।

লজ্জা ব্যথা অপমানে উপেক্ষাতে ভরা আকাশ
ভেঙেছে কোন্ জীবনপাত্রখানি—
এ যদি হয় দুঃখ আমার, তোমায় নয়তো এ অভিযোগ
মর্মে আমার দীর্ঘ বোঝা টানি।

সেদিন গেছে যখন আমি বোবা চোখে চেয়েছিলাম
সীমাহীন ওই নির্মমতার দিকে—
অভিশাপ যে নয় এ বরং নির্মমতাই আশীর্বাদ
হে বসুধা, আজ তা শেখে নি কে।

রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি
রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা
টানা টানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা।
থামল না আর মরুবালুর হাঁটা।
যে পথ দিয়ে সূর্য গেল ছায়াপথও তার পেছনে
হারিয়ে যায় লুকিয়ে যায় মিশে
ঘোড়ার ক্ষুরে থিঁতাল বুক অলজ্জ সে আলোর ধাব।
দীপ্ত দাহ ভরেছে চোখ কিসে!

কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ শেষ প্রহরে ভাসাল স্বব
'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে,
ঋজু কঠিন সব পৃথিবী হাড়ে-হাড়ের ঘষা লেগে
অক্ষমতা তোমার চোখের পলে!'
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ে। হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মাটি আকাশ বাতাস যখন তুলবে দুহাত, আমার হাড়ে
অস্ত্র গ'ড়ো, আমায় ক'রো ক্ষমা।

পৃথিবীর জন্য

আমার আশ্লেষে থেকে পৃথিবীকে মুক্ত ক'রে দাও।
যদি আমি অন্যমনে অন্যপথে নিভৃত রেখায়
শালপ্রাংশু অরণ্যকে ভীরু হাতে সুপ্ত ক'রে আনি,
যদি আমি বজ্রমূল মেঘে মেঘে উধাও উধাও

স্বপ্ন ঢালি, যে-চোখ ঝড়ের রাত্রে বিদ্যুৎ বাঁকায়
যদি তাকে চুম্বনের ক্লীব দানে করি শ্লথবাণী—
আমার বন্ধন থেকে তাহলে পৃথিবী মুক্তপাণি
করো। শুধু ভ'রে দাও পৃথিবীকে উন্মাদ কেকায়,
বৃষ্টি হোক ঝড়ে।

আমার দুঃখের রাত্রে পৃথিবীকে কৃপণের মতো
ভালোবাসি, সে আমার জয় নয়, ভীরুর আশ্রয় !
আমার আশ্লেষ-জীর্ণ পৃথিবীকে ভিন্ন করো করো,
প্রচণ্ডের বর্শা তুলে বুকে বিঁধে আমাকে আহত
করো তুমি, রেণু রেণু ক'রে তুমি আমাকে বিলয়
করে আর পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে থরোথরো
ব্যাপ্ত করো সেই রেণু ! আমার জীবন থেকে বড়ো
পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে, ভয়
জীর্ণ তার ঝড়ে।

আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করো তুমি।

ঘরেবাইরে

এই সেই অনেকদিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে।
যেদিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখ,
ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
বৎসরের পর বৎসর একখানি ক'রে টালি খসিয়ে মাথা তুলছে।
বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দুর্বলোক্য তর্জনী
তাকিয়ে মনে হয়
আশা নেই আশা নেই
আমার বয়স হাজার কিংবা এ-রকম
আর সামনের ভবিষ্যৎ মানেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধ বর্বর যুগ

যে মারে সেই বাঁচে—
অন্তত মা-র মুখে তাকিয়ে এ-ছাড়া আর কোন্ আশা ?

আমি জানি মায়ের এই দম্ভ ঘুচবে না কোনোদিন
অকুলানের সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ভ—
এ দুঃসাহসিক স্পর্ধা তার ভঙ্গুর পদক্ষেপেও কী আশ্চর্য প্রখর ফোটে।
কিন্তু তবু
তবু তার আঙুলের পঞ্চমুদ্রার বঙ্কিমভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ
আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সেই আদিম হা-কপাল শিরশির ক'রে ওঠে
'আর পারি না
তোমরা বরং এই দুর্দম ভার গ্রহণ করো, আমি দেখি
কী আলাদিনের প্রদীপে খরচ কুলোয় রাবণের।
আর, ভগবান,
সংসারের কোন্ সাধটা-বা মিটল এই অফুরান ঘানি টেনে টেনে !'

এমন ললিত সন্ধ্যা সোনার পঞ্চপ্রদীপ ছোঁয়াবে শান্ত ছেলের মাথায়
(হায়রে শান্তি)
ধানের শিয়রে পায়রা
(হায়রে শান্তি)
প্রজাপুঞ্জ বাইরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোনখানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই।

তারপর
সারাদিনের ক্লান্তি মিশে মিশে
সেই অস্বচ্ছ দিনান্তে ভয় নেমে ভীষণ
বাহির কৈল ঘর।

আর দেখব না সেই লাঞ্ছিত চোখ।
যার এক চোখ হাওয়ায় প্রাণগ্রাস দেখে দেখে ভয়ে স্থির,
ধর্ষকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শৃঙ্খবন্ধন থেকে

কেঁপে কেঁপে পেছোতে চায়, দেয়ালে লেগে লেগে রক্তের মতো নিশ্বাস টলছে—
আরেক চোখে ভীষণ নির্লিপ্ত ক্ষমা নীরব থেকে থেকে
লজ্জাতুর ক'রে তুলছে যৌবন।
পসারিনী, যৌবন নীলাম ক'রে ঘাটে ঘাটে
এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিঁধো না আমায় যৌবনবতী—
আমি তোমার বন্ধু।

এই অজস্র বলি (মাগো !)
বালির নিচে নিচে কবর কামনা করে,
কতদূর থেকে তৃষ্ণা এসে এসে সমুদ্র ছুঁতে পায় না :
আর মায়ের যন্ত্রণা !

এ কোন্ সৃষ্টির যন্ত্রণা !

সপ্তর্ষি

আমি প্রায়ই ভাবি, মেঘলা-টোপর সন্ধ্যাকে ভালোবাসব প্রিয়ার মতো
হাত বাড়িয়ে ডাকব তাকে এসো এসো। এসো
প্রাত্যহিকের দিনযাপনকে জীবন ক'রে ভরিয়ে দাও—
আমি প্রায়ই ভাবি

সাত ঋষি নিত্য জাগে আকাশে প্রশ্নচিহ্ন তুলে
অন্ধকারের অনিবার্য সূচীভেদ্য আক্রমণ বেদনার ঢেউ তোলে বুকের উপান্তে
কঠিন আবিলতায় আচ্ছন্ন নীরক্ত কৃষ্ণচক্ষু
অগণ্য বুদ্‌বুদের রাশীকৃত অনিশ্চয়তার মধ্যে
মুহুর্মুহু সে-প্রশ্নের উত্তর জোগাবার ভান করে।

ইতিহাস স্থির এবং কঠিন
এবং অকম্পিত কৃপাণশোভিত বজ্রহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়
ক্ষমা জোগায় না তার নির্দেশে
তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির শমন পৌঁছয়
দ্বারে দ্বারে—
অকৃপণ তার কণ্ঠ :
প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে
শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন
ইতিহাসের কুঠারে ঈশ্বরের টুকরো টুকরো খণ্ড অভিশাপ বর্ষণ করে তার মাথায়,
মৃত্যুর শোচনীয় গহ্বরে মুহূর্তে তলিয়ে যায় তারা ;
এবং আর এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে আহ্বান জানায় সকলকে।

মহতো মহীয়ান দেদীপ্য আশা আমার সামনে,
সপ্তর্ষির প্রশ্ন কোটি হৃদয়ে আবেগবন্ধুর জিজ্ঞাসার অনুরণন তোলে
সতত তরুণ যাত্রা
বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পথের প্রস্তুতি স্থির করে
আর ঘোষণা করে—
'জীবনের দ্বার সংকীর্ণ এবং পথ দুর্গম
অল্প লোকেই তা পায়'
কেননা আমরা সেই কতিপয়ের অন্যতম।

মেঘ থেকে ছিন্ন বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত
এবং আমাদের ডেরায় পানীয়ের সন্ধান নেই কোনো—
মৃত্যু যদিও তোমায় স্তূপ স্তূপ জমায়
বৃষ্টি তাকে বন্যা ক'রে কঠিন ছল ভাঙছে॥

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে

তুমি মাটি? কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আরকিছু নও?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপি চুপি—
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্যসহচর! তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি।

নদী তুমি? সে তোমারই শৈবালেব আচ্ছাদনে ঢাকা
বেদনার ধারা চলে আসমুদ্রহিমাচল ক্ষীণ—
আমার হৃদয় তার দ্বীপে দ্বীপে পুঞ্জ করে তাকে
খালে বিলে ঘাসে ঘাসে লেখা যেই বিদায়ের গান,
বেদনাব সঙ্গী, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

তুমি দেশ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়া-তরু
সেই তুমি? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্র বেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

বলো তারে, 'শান্তি শান্তি'

১

মাগো আমাব মা—
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ,
এই যে স্নেহের সুরে-আলোয় বাতাস আমায় ঘর দিল রে দিল—
আকাশ দুটি কাঁকন বাঁধে, বলে, আমার সন্ধ্যা আমার ভোর

সোনায় বাঁধা—ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু-মনোরথ।
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে—ভুলে যা তুই, দুঃখরে ভোল তোর,
ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূন্য খোলে জট।

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, দুঃখ তোমার পল্লবে কি গাঁথা?
তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

২

আকাশ বলে বাতাস বলে ব্যথা।
ব্যথার তুলি পলাশলাল মেঘে।
ভাঙলে তুমি প্রেমের নীরবতা
দুঃখ আমার টলবে বুকে লেগে।

দুঃখ আমার বুকের টলোমলো
জলের বুকে সন্ধ্যা দিল এঁকে—
ব্যথায় লেগে বন-বনানী হল
আমার মতো, আমার মতো কে কে?

আমার মতো বাতাস জানে ডানা,
আমার মতো সূর্য জানে ফুল,
তোমার চোখে নিদ্রা হল টানা
মরণমুখী সূর্য আর জাগনলোভী চাঁদে
আকাশ পরে স্নিগ্ধ দুটি দুল।

৩

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অন্তদীঘির পার,

যেখানে এই চোখ মেলেছ সেইখানে কার শান্তি কেঁদে মরে ?
নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে—
যেখানে যাও সেখানেই নেই শান্তি তোমার সেখানে নেই আর।
দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে
যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে—
আকাশ-ভাঙা বন-বনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে কার !

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, রক্তে ঘটের সিঁদুর হবে টানা,
তুমি আমার ঘর ছেড়ে মা কোথাও যেয়ো না।

৪

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন ?
    নীলদুয়ারে ঘা দিল ভাই মেঘের সেনাগুলো।
        বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন ?
            ভয়ের দুয়ার-বন্ধ ঘর কাঁপছে জড়োসড়ো—
                বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে বড়ো !

মাগো, আমার মা—
ঝড় নেমেছে দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা।

যমুনাবতী

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death.—Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই   কী ক'রে যে ভাত দিই   হায়
হায় তোকে ভাত দেব   কী দিয়ে যে ভাত দেব   হায়

নিভন্ত এই চুল্লী তবে
একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে।
দু'পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দী
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গী না টর্গী না,   যমকে কে সামলায়!
ধার-চকচকে থাবা   দেখছ না হামলায়?
যাস্‌নে ও-হামলায়,   যাস্‌নে॥

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না—
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল।
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্‌'ঝন্‌ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল।

পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে।

সূর্যমুখী

ইচ্ছে হলো ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম! এ যে কঠিন!'
কী যে ছোট্ট বাড়ি—
সকালও তার মুখ দেখে না বিকেল করে আড়ি।

শীতল মুখে শূন্যে ঝোলে সূর্য সারা দুপুর

ঘরেতে তার তাপ পৌঁছয়, জ্বর হয়েছে খুকুর।
শুকনো ভাঙা বেদানা তার মাথার কাছে খোলা,
ছোট্ট দুটো হাত ভ'রে দেয় বুকে কঠিন দোলা,
লালছলোছল আলগা চোখে তাকাল ভয়-ভয়,
যে দেয়ালেই চোখ পড়ে তার সে দেয়ালেই ক্ষয় :
হঠাৎ জেগে কেঁপে উঠল, আলো দেখব মাগো—

এ কী বিপুল সহ্য সখী! জাগো কঠিন জাগো!

বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন ভাবি
সকালও যার মুখ দেখে না বিকেল করে আড়ি?

অন্যরাত

মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ধুলোর মতো ছোটে
যে কথাটা বলব সেটা কাঁপতে থাকে ঠোঁটে,
বলা হয় না কিছু—
আকাশ যেন নামতে থাকে নিচুর থেকে নিচু
মুখ ঢেকে দেয় মুখ ঢেকে দেয়, বলা হয় না কিছু।

মুখ ঢেকে দেয় আড়াল থেকে দেখি পদ্মপুটে
জলে জমল বেদনা আর কেঁপে দাঁড়ায় উঠে
নানারঙের দিন—
সোনার সরু তারে বাজনা বাজে রে রিন্‌রিন্‌
বেদনা তার জাগায় মধু-হাওয়ায় ভরা দিন।

মস্ত বড়ো অন্ধকারে স্বপ্ন দিল ডুব—
বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন খুব?
মিলান. সংশয়—

শাদা ডানায় জল ভ'রে কে তুলল বরাভয়
কঠিন নয় কঠিন নয় বাঁচা কঠিন নয়!

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধূ-ধূ বালুর মাঠ—
সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে।
গ্রীষ্ম এল শুকনো কাঁখে—পোড়া এ তল্লাট
কপাল খুঁড়ে মরল, ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে—
বর্ষা দিল না·
চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা।

আকাশে এক সোনার বাটি উপুড় করে তাপ
বিবশ হল দুপুর তার দগ্ধ দাহে বিঁধে—
সোনার বৌ বন্ধ ক'রে সংসারের ঝাঁপ
শুকনো চোখে তাকায়, বলে—বৃষ্টি দে বৃষ্টি দে—
বৃষ্টি হল না:
এই কুটিরে ওই কুটিরে গ্রীষ্ম দিল ঘা।

একটি ছোটো রজনীফুল একটি ছোটো মুখ
তুলতে গিয়ে ভাবল কী .য জানল না তা কাল!
সন্ধ্যা নামে কাঁপন তুলে গন্ধে ভ'রে বুক,
সেই ঘাটে কে একলা কাঁদে, অঝোরে জল ঢাল্—
জল সে ঢালে না:
জ্যৈষ্ঠে এ কী গ্রীষ্ম হল দারুণ ললনা।

পথ

পথের বিলাস যায় পথে পথে বিলাতে বিলাতে—
উদ্বৃত্ত থাকে না কিছু—এ বড়ো আশ্চর্য লাগে সখী

যত ছন্দ বাজে, যত তৃপ্তি দেখো স্ফটিকে নীলাতে
তাতে খুঁজে দেখো প্রশ্ন ক'রে দেখো 'আছো কি আছো কি'—
থাকে না সে কিছুতেই মেলে না যা কিছুতে মেলে না,
ঘরে যাকে পেতে চাও সে পালায় পথে পথে ঘুরে।
স্ফটিকে নীলায় যাকে পাও, প্রাণভরণের দেনা
তাতেও মেটে না তাই ছুটে চলি আরো আরো দূরে।

এ কেমন মন্দ নয় তবুও পথেই বাসা ভরা—
দৃষ্টিতে মেলে নি যাকে সৃষ্টি ভ'রে তাই অনুভব।
মন্দ নয় গিয়ে বসা জমায়েতে, নির্দয়-অক্ষরা
প্রকৃতির কথা শোনা, দূরাদয়শ্চক্রনিভ সব
গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে,
ফুল ছোঁড়া রঙ ছোঁড়া প্রাণহীন স্থবির ভিলাতে।
যে বিলাস অন্তহীন ধুলাগত পলাশে অশোকে
পথের সে প্রেম যাক পথে পথে বিলাতে বিলাতে।

আড়ালে

তুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতার
কোমলতাগুলি হাবালে—
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

যখন যা চাই তখুনি তা চাই।
তা যদি না হবে তাহলে বাঁচাই
মিথ্যে, আমার সকল আশায়
নিয়মেরা যদি নিয়ম শাসায়
দগ্ধ হাওয়ায় কৃপণ আঙুলে—

তাহলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবনে ছাই!

মেঘের কোমল করুণ দুপুর
সূর্যে আঙুল বাড়ালে—
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

কলহপর

যত তুমি বকোঝকো মেরেকুটে করো কুচিকুচি—
আমি কিন্তু তবু বলব এ-সবেই আন্তরিক রুচি।
ঘরে থাকতে অল্পমতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা,
আকাশে বিচিত্র মেঘ নানা ছন্দে তোলে যে অপেরা
তাতে লুপ্ত হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা
পোড়া-মুখে চিহ্ন তার অকুণ্ঠ বিস্মিত ভালোবাসা!
ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় টলে কণ্ঠাবধি সমস্ত শরীর,
অভ্যাস মরে না জেনে দুই চোখে তুমি তোলো তীর
তা সত্ত্বেও বিনাস্নানে ভালো লাগে মধ্যাহ্নভোজন।

স্বাস্থ্যকে তা ক্ষুণ্ণ করে, দিনে দিনে কমায় ওজন,
ভদ্রতা বিপন্ন হয়—নানাজনে করে কানাকানি,
এ-সবই যে দুঃখপ্রদ, সন্দেহ কী, অবশ্য তা মানি।
কিন্তু তবু নিরুপায়। স্বভাবে যে পৃথিবীর মুঠি
তাকে আলগা করা তার সাধ্য নয়—প্রকাণ্ড ভ্রূকুটি
প্রকাণ্ড দুর্বৃত্ত দিন মুষড়ে পড়ে যে-আমার পায়ে
সে যে মরে ছুটে ছুটে মগ্ন হয়ে বিবিধ অন্যায়ে
তাকে কী ফেরাব আমি! অসম্ভব, অসম্ভব প্রিয়
আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়!

বিপুলা পৃথিবী

একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।

আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্‌ভিন্ন ক'রে দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ ক'রে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি-ধুয়ে-দেওয়া প্রান্তবেলা?

আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?

জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হল না, ঠাঁই হল না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে।' নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, 'তাকে ঢেকে দাও' 'তাকে ঢেকে দাও' রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খ'সেপড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, 'তাকে চোখ দাও' 'তাকে চোখ দাও' বলতে-বলতে সীমাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দুহাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য-পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী…

সত্তা

তুমি থেকো, তুমি সবার দৃশ্যগোচর থেকো—
নইলে আমি এ যে কিছুই বুঝতে পারি না।
স্মরণ, বিস্মরণ—তার ঊর্ধ্বে প্রত্যেকে
দেখবে, তুমি মানবী না, স্বপ্নপরী না।

তবে কে ও? তবে কে ও? কোথায় চলেছে ও
অর্ধরাতে অন্ধকারে অবিশ্বাসিনী?
শব্দগুলি অন্ধকার, নীরব, নিঃশ্রেয়—
এখনো না, আমি সীমার প্রান্তে আসিনি।

তুমি থামো তুমি থামো, নিশীথে বন্যতা,
মধ্যে জাহাজ জ্বলে হঠাৎ, তুমি থামো থামো,
দৃশ্যবিহীন অকূলতায় খালে জলের জটা
গূঢ় পাতাল, মহাপাতাল, নমো নমো নম!

কিন্তু কেন? নিঃস্ব পদ্ম টানে প্রবল টানে
ভেসে কোথায় যেতে কোথায় ডাকে কে গো, কে গো-
এ যদি হয় সত্তা তবে অস্তিত্বের মানে
থাকা, কেবল থাকা, তুমি বিশ্বগোচর থেকো।

মাতাল

আরো একটু মাতাল ক'রে দাও।
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবে না!

এখনো যে ও যুবক আছে প্রভু!

এবার তবে প্রৌঢ় ক'রে দাও—
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবে না।

অন্তিম

আমায় বেছে-বেছে বরণ করেছিল
বিশ্ববিধাতার একটি দুরাশা।
এখন দেখছি তা কিছুই পূর্ণ না,
বয়স যদ্যপি মাত্র বিরাশি।

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায় :
বসতিনির্মাণ, বংশরক্ষা ;
তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুরচিহ্নের মতন সখ্য !

কিন্তু সখাদের অস্থি ডাক দেয়
মস্ত সময়ের দাঁতের কৌটোয়—
প্রবল বহমান দু-ধারে গর্জিত,
অন্ধ নির্বোধ, টান দে বৈঠা।

পাগল

'এত কিসের গর্জে আকাশ
চিন্তা ভাবনা শরীরপাত ?
বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ,
মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত'!'—

ব'লে, একটু চোখ মট্‌কে,
তাকান মত্ত মহাশয়—
'ঈষৎ মাত্র গিলে নিলে
যা সওয়াবেন তাহাই সয়।

'হাওড়া ব্রিজের চূড়োয় উঠুন,
নিচে তাকান, ঊর্ধ্বে চান—
দুটোই মাত্র সম্প্রদায়
নির্বোধ আর বুদ্ধিমান।'

বুড়িরা জটলা করে

বুড়িরা জটলা করে
আগুনের পাড়ায়
দু-ধারে আঁধার জল
পাতাল নাড়ায়।

আবছায়া জাহাজ ঘিরে
মাতালের সাঁতার
কেউ-কেউ আলোক ভাবে
কেউ-কেউ আঁধার।

রাত্রির কুণ্ডলীও
কুয়াশায় কাঁপে
বুড়িদের জটলা নড়ে
অতীতের ভাপে

বুড়িরা জটলা করে
বুড়িরা জটলা করে

পোকা

খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা
দেয়ালের মধ্য খুঁড়ে জল।
বাহিরে ভরসা ছিল এতকাল শাদা
কোথা হতে নীলাভ গরল—
দেয়ালের মধ্যবুকে জল।

জালের জানালা খোলা, গগনে তাকা-
টিপি-টিপি পাহাড়-চূড়ালি।
যা, যা, নিজে যদি জুড়া তো জুড়ালি।
নতুবা আকাশে দিয়ে ছাই
দেয়ালে-দেয়ালে নড়ে পোকা।

যা, দেয়ালে-দেয়ালে ঘুরে যা—
খা, খা
খুঁড়ে খুঁড়ে সবই অস্থায়ী
খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা।

প্রতিশ্রুতি

এখন আমি অনেকদিন তোমার মুখে তাকাব না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, তুমি রাখো নি কোনো কথা।
এখন ওরা অনেকদিন আমার মুখে তাকাবে না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি ভেঙেছি নীরবতা।

কেন? কারণ সেই যে বুড়ি, সেই-যে তিনটে পাকা বুড়ি,
ঘরের সামনে অশথ ঘিরে ঘুরেছে সাতবার,
বাঁধা মুঠি খোলা দু-গাল ধুলোতে আর শাপশাপান্তে
ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে ঘর-বার।

বুকের ভিতর খরদীপালি জ্বালিয়ে বলে 'তালি, তালি'
দু-হাতে তালি, ছ-হাতে তালি, শ-হাতে তালি বাজে :
এখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে তাকাতে পারি ?
কিংবা ওরা আমার মুখের গমক-গমক আঁচে ?

কেবল দু-জন দু-ধার থেকে মধ্যে আগুন আড়াল রেখে
খুলে দিয়েছি ছাইয়ের করতল,
গলিত দ্রব নীরবতা যদিও জানে শেষ পরিণাম—
তুমিও জানো, আমিও জানি, সামান্য সম্বল !

কিউ

একটু এগোও একটু এগোও
তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক !
মানুষ, মাছি, অন্ধকার   মানুষ, মাছি অন্ধকার
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক ।

জলের সঙ্গে স্রোতের সামনে
মুখের সঙ্গে আলোর সামনে
মানুষ মাছি অন্ধকার একটু নড়ুক-চড়ুক

একটু এগোও, বিসর্পিণী, একটু এগোও…

মুহূর্তের মুখ

এক মুহূর্তের সঙ্গে অন্য মুহূর্তের কোনো আত্মীয়তা নই ?
জলেস্থলে আত্মীয়তা নেই ?

যোজনবিস্তার মধ্যে ব্যবধান, ব্যবধান নিঃশব্দ তারায় প্রেক্ষাপট
অসীম ছড়ায় শূন্যে শঠ
প্রতি মুহূর্তের কণ্ঠ ছিঁড়ে নেয় অন্ধকারে পর্বতকন্দরে মহাকাল
কারণবিহীন এক মহাপরিণাম ভেসে চ'লে যায় গভীর সাগরে।

যে-প্রভাতে ছিলে তুমি ঘরে
তোমার মুখের চেয়ে শ্যামলতা ছিল না ভুবনে।
এক মুহূর্তের পরে আরেক মুহূর্ত পরে মুহূর্ত আরেক,
মুহূর্ত মুহূর্ত জমে স্তূপ শবাকার—
তারও পরে ঘুরে গেলে পাহাড়ি লতার ঝাড়
খোলে দ্বার অচেনা গুহার!

কে কোথায় আছি কে বা জানে!
তোমার মুখের চেয়ে বিশালতা ছিল না ভুবনে।
কে কোথায় আছি কার অস্তিত্বের মধ্যে কিছু ঘ'টে গেল কিনা
আকাশমর্ত্যের মধ্যে অকস্মাৎ শব্দময়ী ঝঞ্ঝা ক'রে চ'লে গেল কিনা
কে বা জানে!
এক মুহূর্তের লগ্ন অন্য মুহূর্তের সন্ধানে
পাহাড়চূড়ায় ব্যর্থ দেখে তিনটি অন্ধ লোল জরতী প্রবীণা
দেখে এক কারণবিহীন মহাপরিণাম ভেসে চ'লে যায়,
দেখে আর অস্ফুট শুকানো স্বর বুনে-বুনে, বুনে-বুনে ত্রিবলীরেখায়
ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে আমাদের দিকে, আর
বলে, ঐ শিশুদের জামা।

কিন্তু এই শিশু আর বড়ো হয়ে অন্য কারো মুখে তাকাবে না।
তাদের নিজের সঙ্গে শৈশবের আত্মীয়তা নেই,
চোখে-চোখে আত্মীয়তা নেই
জলেস্থলে আত্মীয়তা নেই,
কোনো আত্মীয়তা নেই এক মুহূর্তের সঙ্গে আর কোনো ছিন্ন মুহূর্তের
কারণবিহীন এক মহাপরিণাম ভেসে যায়, ভেসে চ'লে যায়

তবে কেন একদিন ও এত জীবন্ত হয়ে ছিল?

বাস্তু

আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না,
কলকাতায় থাকে।
আমাকে মেয়েকে ওরা চুরি ক'রে নিয়েছিল
জবার পোশাকে!
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

শুধু ঐ যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে
এখনো প্রতীক্ষা করে তাকে!

সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

ভিড়

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

রাস্তা

'রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা ক'রে নিন।
মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন—'

চশমা ধ'রে নেমে এলাম
ঘুরতে-ঘুরতে নেমে এলাম
ভুবনখানা ট'লে পড়ল ভুবনডিঙির পায়ে
ফিবে যাব, ফিরে যাব, ফিরব কী উপায়ে ?

এক বাস্তা দুই রাস্তা তিন বাস্তা কেউ বাস্তা
বাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা ক'রে নিন।
তিন রাস্তা চার বাস্তা সব বাস্তা সমান
বাস্তা ক'রে নিন।
এক রাস্তা দুই বাস্তা
দুই বাস্তা এক রাস্তা
কেউ বাস্তা দেবে না, রাস্তা ক'বে নিন।

অলস জল

পা-ডাবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে ?
কোথায় চ'লে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা ?

খুব মনে নেই আকাশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশেব
কতটা তাব মিথ্যে ছিল বুকেব ভিতর বানিয়ে-তোলা :

নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে
ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে !

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম ? মাঝি, আমার বাংলাদেশেব
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাও নি, বিদায় ক'রে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিই নি কেন রাত্রিবেলা ?

ফুলবাজার

পদ্ম, তোর মনে পড়ে খালযমুনার এপার-ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?

স্পষ্ট নৌকো, ছই ছিল না, ভাঙাবৈঠা গ্রাম-হারানো
বন্য মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা

আড়ালবাঁকে কিশোরী চাল, ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি
আমরা ভেবেছিলাম এরই নাম বুঝি বা জন্মজীবন।

কিন্তু এখন তোর মুখে কী মৃণালবিহীন কাগজ-আভা
সেদিন যখন হেসেছিলি সত্যি মুখের ঢেউ ছিল না !

আমিই আমার নিজের হাতে রঙিন ক'রে দিয়েছিলাম
ছলছলানো মুখোশমালা সে কথা তুই ভালোই জানিস—

তবু কি তোর ইচ্ছে করে আলগা খোলা শ্যামবাজারে
সবার হাতে ঘুরতে-ঘুরতে বিন্দু-বিন্দু জীবনযাপন ?

চাবুক

চাবুক-চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছন চাবুক

তুই কে যে তুই আড়নয়নে হেরিস
পরখ করিস মিথ্যে মেকি বেড়ি
ঘর সংসার নারী পুরুষ হেরিস

কদম কদম রেড রোডে ধা কদম
পাঁজর ভ'রে মধ্যম এবং অধম
ছায়াপথের উল্কা ছুটিস কদম

ঝমর্ ঝমর্ ঝমৎ ঝমৎ ঝমাস্
বছর বছর ক-রাত ক-দিন ক-মাস
সামনে কদম চাবুক হেরিস ঝমাস্

চাবুক চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক···

পিঁপড়ে

পিঁপড়ে রে, তোর পাখা উঠুক,
আমি যে আর সইতে পারি না !
সারিবন্দী সারিবন্দী সারিবন্দী মুখ
আমি যে আর দেখতে পারি না।

আলমারিতে খাবার আছে, কিন্তু সে তো আমার জন্য রাখা,
তুই কেন তা খাস্? বিশ্রী বদভ্যাস !
আলমারি, প্লেট, বারান্দা, বই, উজাড় টেবিলঢাকা,
গভীর রাতের বিছানাটাও চাস্?

পিঁপড়ে রে, তোর বাসা কোথায়? উড়িয়ে দিয়ে পাখা
সেইখানে যা, নয়,
ঝাঁপ দে যমুনায়,

নইলে মস্ত আগুন জ্বেলে চতুর্ধারে নাচ্‌—
পাখা উঠুক পাখা উঠুক পাখা উঠুক তোর
পিঁপড়ে রে, আর সইতে পারি না।

সভ্য

এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়,
ব্যক্তির আবর্তে ঘুর্ণিঘোর,
'মিথ্যাচারী, মিথ্যাভাষী, শঠ,
ছিন্ন হয়ে যায় শিশুপাল

থাকে শুধু পরিত্রাণহীন
কার শির ছেঁড়ে সুদর্শন ?
আমিই মহান্, দেখ্ আমাকে'—
এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায় !

কিন্তু ব্যভিচার, রক্তধারা
মুক্তি পায়, চক্র ছুঁয়ে যায়—
আরো শত নিষ্ঠুরতা বাকি,
শোকের দ্বেষের পরিপাকে

লক্ষ-লক্ষ জীবন্ত বীজাণু
ঘোরে চাকা দশক দশক।
সে কেবল স্থির প্রচালিত
গ'ড়ে তোলে অদ্বেষ অশোক !

মিলন

কখনো মনে হয় তুমি ধানখেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমার
উদাত্ত-অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারিত, হিল্লোলিত

আমি ডুবে যাই নিবিড়ে নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো, শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা
জীবনের রোমাঞ্চে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মাটির শরীর জাগে কুণ্ডলিত
কুয়াশায়

তারই কেন্দ্রে তুমি, তুমি প্রসারিত, হিল্লোলিত, প্রসারিত।

আজ মনে হয় কী ক্ষমাহীন রাতগুলি বেঁধেছিল আমায়। বাইরে তার

সজল মেঘাবরণ, দেখে ভুললে, ভুলে কামনার দুই ঠোঁটে টেনে নিলে বুকের উপর বারে-বারে, ঘুলিয়ে উঠল অন্তরাত্মা

কিন্তু কাছে এসে দেখলে, হায়, এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার! এই কি সে দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন যাকে আমি মগ্ন আকাশের অসংখ্য তারার মতো চুম্বনকণিকায় ভ'রে দিতে পারতুম, হায়

ব'লে উদ্‌বেল হল করুণা তোমার দুই বুকে, যুগল নিশ্বাস প্রবাহিত হল ধানখেতের উপর তোমারই সংহত শরীরের মতো, দূরে

আর তাব নিপীড়ন দেহ ভ'রে আস্বাদ ক'রে আস্তে-আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে আমার সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকাব!

যে-ঘর ছেড়ে

তখন ছিল ঘরে, কিংবা ঘরের লগ্ন বারান্দায়
প্রতীক্ষাব বয়স,
তখনও ছিল বেলা, ছিল আলোক-নেভা আভাস
চোখের কোণে ভীরু,
সামনে বাঁকা অগণিত গাছের গূঢ় সমারোহে
বুকে রুদ্ধ বাতাস,
পায়েব ভিতর অসুখ নিয়ে পাখিবা সব ঘুমিয়ে গেছে
নিঃঝুমতা খোলা—
ক্রমেই আরো থাকতে হবে, ফিরে আসবে, থাকতে হবে
তখন অনেকক্ষণ
পিছন দিকে ঘর, আর ঘরের লগ্ন বারান্দায়
বিনত পিঠ, ঘুম
ফিবে আসবে ঘুরে আসবে সমস্ত দিন সমস্ত রাত
সমস্ত রাজপথ

একই দরজা দিয়ে ঢুকবে, যেমন আলগা ঢুকেছে কাল
অমত্তপ মাতাল—
মুখে ডানার রূপক দেখে, বলয়ভরা পালক দেখে
চেঁচিয়ে উঠবে—'হায়
কাল যে-ঘরে ছিলাম, আমি যে-ঘর ছেড়ে গিয়েছিলাম
কোথায় সেই ঘর ?'

পরাভব

তবে এই পরাভবে প্রতিবাতে আমাদের ঘরের সুন্দর
বেঁচে ওঠে ?
তবে এই পরাভব পায়ে নিয়ে এতদিন এ-ঘর ও-ঘর
ঘুরে গেছি ?
প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো
সাজিয়েছ বাড়ি,
আরো কত দেরি আছে ভেবেছ আলতো ঠোঁটে গুনগুন গান
শুধু আমি কোনোদিন সময়ে ফিরি না
ঘর জুড়ে বেজে ওঠে টান
আমার নিহত মুখ রাজপথে ব'লে দেয় সুন্দর কিসের প্রতিমান

জল

জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে ? তবে কেন, তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে ?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয় ? তবে কেন, তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার ?

ইট

নষ্ট হয়ে যায় প্রভু, নষ্ট হয়ে যায় !
ছিল, নেই—মাত্র এই ; ইটের পাঁজায়
আগুন জ্বালায় রাত্রে দারুণ জ্বালায়
আর সব ধ্যান ধান নষ্ট হয়ে যায় ।

বাড়ি

আমি একটি বাড়ি খুঁজছি বহুদিন—
মনে-মনে ।
আলোর তরল জলে ভেসে যাব কবে !

বাড়ি কি পেয়েছ তুমি ?

বাড়ি তো পেয়েছি আমি বহুদিন—
মনে-মনে,
বাড়ি চাই বাহির-ভুবনে ।

ঘর : ১

তোমরা যদি কথা বলতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমি ঘর পেয়েছি,
এসো,
আমার ঘরে উন্মুক্ত বন্ধুতা ।

তোমরা যদি ছায়া গুনতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমার মুখের উপর আলো

পিছ-দুয়ারে ছায়া খরস্রোতা।

কিংবা যদি বাহিরই চাও, এসো এসো এসো
নীল পাথরে হাঁটি :

সেই মুহূর্তে নিভে গেল ঘরে সকল বাতি।

ঘর : ২

যে চায় তাকে আনিস
যে যায় তাকে আনিস
যে চায় তাকে আনিস ডেকে আনিস—
ঘরের কাছে আছে অনেক মানুষ।

যে যায় দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে-দূরে
অনেক ঘুরে-ঘুরে
যে যায় তাকে আনিস ডেকে আনিস ঘরে আনিস
ঘরের কাছে আছে ঘরের মানুষ!

দু-জন যেতে উজান পথে উজান যেতে-যেতে
ঘরের মুখে আগুন কেন জ্বালিস?

মধ্যরাত

আজ আর কেউ নেই, ঘুমন্ত ঘরের নীল জল,
ঠাণ্ডা বারান্দার গায়ে মধ্যরাত দেবতার দীপে-
হাতে খেলে যায় হাওয়া।

আজ চুপ ক'রে ভাবো, এই রাত মৃত্যুজলঢেউ,
বড়ো একাকিনী গাছ, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব,
ঘুমায় ঘরের গায়ে ছায়াময় বাহিত প্রপাত,
বুকে খেলে যায় হাওয়া।

দুইজনে পাশাপাশি, মাঝে কি পথিক নেই কোনো,
এখন বসন খোলো দেবতা দেখুক দু-নয়নে,
শিশিরে পায়ের ধ্বনি সুদূরতা অধীর জলধি
শুধু ব'হে যায় হাওয়া।

আজ আর কেউ নেই, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব।

বৃষ্টি

আমার দুঃখের দিন তথাগত
        আমার সুখের দিন ভাসমান!
            এমন বৃষ্টির দিন পথে-পথে
                আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে।

আবার সুখের মাঠ জলভরা
        আবার দুঃখের ধান ভ'রে যায়!
            এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
                আমার জন্মের কোনো শেষ নেই।

মুনিয়া

মুনিয়া সমস্ত দিন বাঁধা ছিল।

খুব বারোটায় উঠে চুপিচুপি খাঁচা খুলে

'উড়ে যা' 'উড়ে যা' ব'লে প্রবোচনা দিতে
আমার বুকের দিকে তুলে দিল ঠ্যাঙ—
জ্যোৎস্নায় মনে হল বাঘিনীর থাবা।

আলাপচারি

তুমি ব'লে গেলে আড়ালে অনেক কথা।
তারপরে যেই চ'লে গেলে ক্ষীণ আড়ালে—
এলেন আরেকজন,
বললেন, 'ওঃ, অমুক বাবুর কথা!
আমি যদি ফিরি ডালে-ডালে তবে
উনি তো পাতায়-পাতায়'
ব'লে তিনি যেতে গেলেন মহোৎসবে।

আর ঐ দূরে পথচারী, ও যে
একাকীর বৈভবে
দূরে চ'লে যায়, আরো চ'লে যায় সুপুরি-বনের সারি।

রাঙামামিমার গৃহত্যাগ

ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চ'লে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে—

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!

মধ্যদুপুর

এখন আরো অপরিচয়
এখন আরো ভালো,
যা-কিছু যায় দুপুরে যায় উড়ে।

যেমন ছিল বাঁধাদিনের চতুঃসীমায় বাঁধা,
ঝিমায় ওরা ঝিমায়,
শহর, তার বুকের মধ্যে দীর্ঘ পুকুর, সেখানে
দীর্ঘ পুকুর, খোলা আকাশ হা-হা,
পুরোনো সব রুপোর বাসন ছড়ানো অঙ্গনে।

দুপুরে যায়, দুপুরে যায়, ঝিমন্ত তন্তুরে
নিভৃতে যায় খুঁড়ে—
কেবল যখন স্বপুরিচয় চয়ন করতে এসে
ওরা হঠাৎ নিজের মুখে ভেসে
সামনে দেখে পুকুর—

আমার চতুর্দিকে শহর, চতুর্দিকে আলো,
আমি তখন মধ্যদুপুরবেলা।

হাজারদুয়ারি

একবার তাকাবে না? নিজের মুখের দিকে চোখ ভ'রে?
মাঝে-মাঝে ফিরে দেখা ভালো নয়?
তুমি হাত ধুতে পারো এত গঙ্গাজল জানে কোন্ দেশ!
মাঝে-মাঝে ধুয়ে নেওয়া ভালো নয়?
তাই আমি আমার দক্ষিণ হাত

রেখেছি নিজের বুকে
তুমি এসো, মাথা পাতো, যেন কত ঘর ঘুরে এলে
এখন লহরী নয়
যত চুপ তত দূর দুয়ারে দুয়ার খুলে যায়
দুয়ারে দুয়ারে খুলে যায়
এই এক শুদ্ধতর
হাজারদুয়ারি ভালোবাসা।

ছুটি

হয়তো এসেছিল। কিন্তু আমি দেখি নি।
এখন কি সে অনেক দূরে চ'লে গেছে?
যাব যাব। যাব।

সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম।

কী নাম?
আমার কোনো নাম তো নেই, নৌকো বাঁধা আছে দুটি,
দূরে সবাই জাল ফেলেছে সমুদ্রে—

ছুটি, প্রভু, ছুটি!

ভাষা

এই তো, রাত্রি এল। বলো, এখন তোমার কথা বলো।

কিন্তু বলবে কোন্ ভাষায়? না, এই পুরোনো ক্ষয়ে-যাওয়া কথা তোমার ঠোঁটে ধোরো না—সেই তোমার ঠোঁটে, যাকে দেখেছিলুম মলিন মেঘের মতো ঝিমিয়ে থাকতে, কিংবা উথলে উঠতে ঝোড়ো রাতে পদ্মার মত্ত ভালোবাসায়, না— তোমার সেই ঠোঁটে তুলে নিয়ো না কত জন্মের এই ব্যবহৃত ভাষা, জীর্ণ, উচ্ছিষ্ট।

বলবে কোন্ ভাষায়? যে ভাষায় বাচাল প্রকৃতি চিৎকার করতে থাকে আমার চোখের সামনে, তার সব রঙ একত্রে এসে ঘুলিয়ে দেয় আমার আনন্দের স্বাদ, 'সরে যাও' 'সরে যাও' ব'লে দৌড়ে বেড়ায় অন্তরাত্মা, না, সেই দারুণ প্রকৃতির রহস্য তুমি তুলো না তোমার ঠোঁটে।

এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন্ পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা-হা ক'রে এগিয়ে আসে চোখের উপর, দুলে ওঠে রক্ত—তখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী—শস্পের মতো গহন, গম্ভীর

এই তো, এই তো রাত্রি হল। বলো, এখন তুমি কথা বলো।

সময়

তোমরা এসেছ তাই তোমাদের বলি
এখনো সময় হয় নি।
একবার এর মুখে একবার অন্য মুখে তাকাবার এই সব প্রহসন
আমার ভালো লাগে না।
যেখানে আমার কবর হবে আজ সেখানে জল দিতে ভুলে গিয়েছি
যে-সব শামুক তোমরা রেখে গিয়েছিলে
তার মধ্যে গাঢ় শঙ্খ কোথাও ছিল না।
তোমরা এসেছ, তোমাদের বলি

গ্রহে-গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল
আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময়

ভিক্ষা

আর আমাদের এই কয় মুষ্টি ভিক্ষা দেবে প্রিয়।
আমি জানি তুমিও একদিন হবে বিশ্বাসঘাতক
রক্ত নেবে ছল ক'রে ব'সে আছো—
সব জেনেশুনে তবু জানু পেতে দিই
তোমার নিজের হাতে ভিক্ষা নিতে এত ভালো লাগে!

নাম

কোনো জোর কোরো না আমায়।

শব্দগুলি খুলে যাক, খুলে-খুলে যায়
যেমন-বা ভোর

জলস্রোত বহুদূরে টেনে নিয়ে যেমন পাথর
জনহীন টলটল শব্দ করে

দিগন্তের ঘরে
আমাদের নাম মুছে যায় চুপচাপ। খুব ক্ষীণ

টুপটুপ খুলে পড়ে ঘাসের মাথায় নীল, আর কোনো দিন
কোনো জোর কোরো না আমাকে।

এম্‌নি ভাষা

মনে কি ভাবো লাজুক, লজ্জাশীলা ?
এ-সব আমার অনেক হল
এখন
রাস্তা জুড়ে থম্‌কে আছে ট্রামের সেতু
দীর্ঘ তবু অনিশ্চিত বৈদ্যুতিক।
কোথায় যাবে যাত্রীদল, যাত্রিণীদল, চক্‌ঝমকের যাত্রিণীদল ?
এসো, আমার অল্প পায়ের সঙ্গে নামো।
মনে কি ভাবো লাজুক ? আমার এম্‌নি ভাষা।

সহজ

আমিই সবার চেয়ে কম বুঝি, তাই
আচম্বিতে আমার বাঁ-পাশে এসে হেসে
পিঠ ছুঁয়ে চ'লে যাও ;
'অত কি সহজ ?' বলো তুমি।
তারপর আমাব কী বাকি থাকে ? অপরাধ
আমার দু-পাশে কেন কাশফুল হয়ে ভ'রে ওঠে ?
শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেন-বা আমিই শস্যভূমি
অত যে সহজ নয় মাঝে-মাঝে তাও ভুলে যাই।

প্রতীক্ষা

কড়িকাঠ থেকে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঝুলে-পড়া মাকড়সা
অনেকদিন পরে ঢুকতে গেলে জাল জড়িয়ে ধরে মাথায়,
বলে—এসো এসো, এই তো কত গ্রীষ্ম বর্ষা

কত শীত হেমন্ত ব'সে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো—
ব'লে ভিজে অন্ধকারে মনোহীনতার গন্ধে টেনে নিতে-নিতে
শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অন্তরাত্মা।

প্রতিহিংসা

যুবতী কিছু জানে না, শুধু
প্রেমের কথা ব'লে
দেহ আমার সাজিয়েছিল
প্রাচীন বল্কলে।

আমিও পরিবর্তে তার
রেখেছি সব কথা :
শরীর ভ'রে ঢেলে দিয়েছি
আগুন, প্রবণতা।

গুল্ম, ঈথার

আমি যখন নিচু হয়ে পাথরকুচি কুড়াই
কয়েকটা জটিল গুল্মের ছায়া পড়ে আমার মুখে
আড়াআড়ি।

আর যখন শূন্যমুখে উল্টোমুখে আকাশে তুলে দিই হাত
মুখের কিনার ঘিরে ঢেউ দেয় জয়ন্ত ঈথার আভাময়
অদৃশ্যতা।

'ও এমন একই সঙ্গে দু-রকম কেন ?' ওরা ভাবে।

জাবাল

সকলেই ভুল কথা বলে, আমি তাই
কারো কথা শুনি না কখনো।
যেমন সেদিন হল : 'এ গলিতে যাওযা যাবে ?'
বলতেই ক-জন বেশ নিরুদ্বেগ লোক
ব'লে দিল, হ্যাঁ, এ-ই পথ, চ'লে যান সোজা—

ভিতরে শাবল হাতে ছিল এক পাড়াব বালক।

যত দেরি হোক
জবালা, যাবাব পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে।

নিজেব আয়না

আমি দশদিকে চাই, আমাব অসুখ ছিল সাবাদিন
এখন বাহিববেলা, স্তব্ধ হাতে দাঁড়িয়েছ তুমি।

আমাব কি দেনা ছিল ? আমি তো অনেকদিন দায়হীন—
শবীবে অঘ্রান আব সাবাবেলা ঝবে বনভূমি।

গোধূলিশহর তুমি খুলে নাও জবিসুতো, ছাড়ো টান
আমাব দু-চোখে নীল ধবেছি ভিক্ষাব বাটি, জল

ক্রমমুকুবেব ছায়া কিছু-কিছু দিঘিভবা অবসান
এখন আমার পথে পথিকজটিল পদতল।

আমি দশদিকে যাই, আমাব অসুখ পায়ে বাসা বাঁধে
এতদূব দীর্ঘ স্নেহ; আমারই কি তবে কোনো দায় ?

কিছুই জানি না ঠিক কতদূর যাওয়া যাবে অবসাদে
কত প্রতিহত পথ আমার নিজের আয়নায় !

দ্বা সুপর্ণা

'কেমন ক'রে পারো এমন স্বাভাবিক আর স্বাদু আহার
সব জায়গায় মানিয়ে যাও কিছুই তোমার নিজস্ব নয়
কেমন ক'রে পারো ?
নষ্ট তুমি নষ্ট তোমার আল্‌গা শোভা বুকের বাহার
সমস্ত ফল ঠোঁটে জ্বালাও সবার সঙ্গে সমান প্রণয়
কেমন ক'রে পারো ?'

'নষ্ট আমি কিছুই আমার নিজস্ব নয় ; ডালে-ডালে
পাতায়-পাতায় স্বাদু আহার বিষ অথবা বাঁচার আগুন
ধরে ব্যাপক মাটি—
দীর্ঘতেব বট, এমন জটিলঝুরি সমকালীন
সব জায়গায় থাকি, আমার
অন্য একটি পাখি কেবল আড়াল ক'রে রাখি।'

চরিত্র

এক পাথরে ব'সে থাকার অনন্ততা হয়তো ভালো।
তোমাকে সব দেখতে পায়, তুমিও সব দেখতে পাও
মুখের সঙ্গে মুখের ছায়া স্থির ছবিতে নিসর্গ, তা-ও
হয়তো ভালো। সত্যি ভালো ?

নাকি পাথর থেকে পাথর টপ্‌কে চলার যখন তখন ?
পাহাড়পায়ে প্রণত পথ

অল্প নিচে বুকের জমি ভ'রে যাবার উড়ন্-নদী
স্বচ্ছ এবং নগ্ন তরল

টপ্‌কে চলা, নিসর্গপট ওলটপালট মুখের আড়ে
নীলসবুজে লড়াই সারে
পিছনে চুল মেঘলা ওড়ে, নবীন শবীর চলচ্ছবি
পাথর থেকে পাথরে যায় ঐ যুবতী, জীবনসমান
সেই যাওয়া কি চরিত্র নয় ?
আরেক রকম চরিত্রবান।

এ খেলার আরেক নিয়ম

যতই এগিয়ে আনো আমি আরো পিছে স'রে আসি
এই খুব খেলা,
মাটিতে মিশাব ব'লে আসি নি মাটিতে।

তুমি ভাবো পরাভূত ? কিসের নিয়মে পরাভব ?
এ খেলার আরেক নিয়ম।

যতই এগিয়ে আনো আমি আরো মুঠো ক'রে সব
নিজের ভিতের দিকে টান দিই—

তারপর মুখোমুখি একাকীর নিরেট গলিতে
দেখা যাবে মরণের বেলা।

যখন প্রহর শান্ত

যখন প্রহর শান্ত, মধ্যম, নিবিড় আভাসিনী
সমস্ত ব্যসন কাম উজ্জ্বলতা ঘুমিয়ে পড়েছে

বাহির-দুয়ারে চাবি, আমি নতজানু একা
আমার নিজের কাছে ক্ষমা চাই, পরিত্রাণ, প্রতিটি শব্দের শাস্তি—
বধির দিনের যাত্রী :
কর্মে ছিল অধিকার, আমাকে কি সমর্পণ সাজে ?

চাবি

জাল করেছে জাল করেছে ওরা আমার সই
জাল করেছে—ব'লে যেমন ধরতে গেলাম চোখ
ঘুরিয়ে দিয়ে মুখ
দেখি, এ কী, এ তো আমিই, আমিই দুঃসাহসে
জাল করেছি জাল করেছি, হা রে আমার সই
জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি।

আড়াল

আমি আড়াল চেয়েছিলাম চার কিনারে।
কিন্তু প্রভু ভুল কোরো না
রাত্রি সকাল
পথই আমার পথের আড়াল।

দু-হাত তোমায় বাড়িয়ে দিই নি সে কি কেবল আত্মাভিমান ?
যখন মুঠো খুলতে গেছি হাতের রেখায় দীনাতিদীন
কাল রজনীর নিষ্ফলতা চাবুক মারে।

এখনো ঠিক সময় তো নয়, শরীর আমার জন্মজামিন
পথিক জনস্রোতের টান
তার ভিতরে এমন উজান
আমি আড়াল চেয়েছিলাম পিছনদাঁড়ে।

যাবার মতো নই

এখন যাব না অন্ত গ্রামে, এখন দুপুরবেলা, দুপুরে ধুলোর পথে
যেতে গেলে টেনে নেয় দিশাহীন ছড়ানো প্রান্তর, রাঙা শাড়ি,
সূর্য শুষে নেয় সব মানুষ দুপুরবেলা, জনচিহ্নহীন
কোথায় এনেছে তুমি ? গ্রামান্তরে যাব কথা ছিল,
হীরার ঝলকে চোখ স'রে আসে সকল দিগন্ত হতে, হায় বর্ণপ্রভা,
এখন দুপুরবেলা, গভীরে কী তপ্ত জল, এখন আমার
বাড়িব পিছনে অধিকার।

পিছনে পাতার শব্দ, ছায়াপ্রশাখার জটিলতা
এত হাত আছে ব'লে মনে হয়, সেই কি আশ্রয় ?
এরা সব ঘিরে নেবে ? আমাকে কি ঘিরে নেবে প্রাক্‌পুরুষের
সদাচার, স্নেহকৌতুকের বিচ্ছুরণ, মায়াবী মমতা ?
এত ছায়াচ্ছন্ন ভালোবাসা ভালো নয়, আমি মুক্তি চাই নি কখনো,
আমি দুপুরের হাতে তাপময় নির্জনতা চাই
সে তো শুধু তোমারই পায়ের কাছে যাব ব'লে আপন স্বভাবে।

এখন যাবার মতো নই আমি। এই যে বাড়ির ভাঙা
অলিন্দেব পিছনে লুকোনো আরো আড়ালেব ভিতর-আড়ালে
দূর্বাদল ধ'রে আছি, এই যে আমাব সব প্রচ্ছদ মোচন হল
প্রাচীন দিঘির পাড়ে, রৌদ্ররূপালির রেখা শুশ্রূষার ধারাস্নানে
এই যে শরীব ভবে, সে তো শুধু
আমি আরো জলস্থল বায়বী-বিহ্বল সর্বঘটে
আম্রপল্লবের ধ্যান দেব ব'লে আমাব নিজের অঞ্জলিতে।

দেহ

আসছিলুম সনাতনীর মাঠ পেরিয়ে।
বুকেও অল্প চাপ ছিল, ললাটে জ্বালার তাপ ছিল,

মুখোমুখি হতেও পারে গ্রহের ফেরে।
পাশে পাশে সতর্জন
'দেহ কোথায়' 'দেহ কোথায়' বলতে-বলতে তাড়া করল
নাগরজন!
এখন ও-সব শুনতে পাই না, পকেটে এক ঝাপসা আয়না,
ভাঙা চিরুনি, চাদরমুড়ি, নৌকোচটি—
আসছিলুম, আসছিলুম তোমার প্রতি।

জন্মদিন

ছিল দিন জন্মদিন তোমার উৎসবে কাল রাত
প্রখর কৌতুকে ছিল তরলবসনা নারীদল
যাবার বেলায় ছুটা পরিচ্ছিন্ন মাংস আর হাড়
'বন্ধ করো দ্বার' ব'লে খলখল নেমেছিল হাসি
বাইরে যে পাখি ছিল মনেও পড়ে নি তার নাম
আমি ফুল বুকে নিয়ে লজ্জাহীন ঘুমিয়ে পড়েছি
সুযোগের পাশাপাশি প্রতিহারী ছিল যে বেড়াল
আমার একাকী পাখি খুন ক'রে খেয়ে গেছে কাল।

নষ্ট

নষ্ট হয়ে যাবার পথে গিয়েছিলুম, প্রভু আমার!
তুমি আমার
নষ্ট হবার সমস্ত ঋণ
কোটর ভ'রে রেখেছিলে।

কিন্তু তোমার অমোঘ মুঠি ধরে বুকের মোরগঝুঁটি,
সন্ধ্যাবেলা শুধু আমার

মুখের রক্তে
ঝ'রে পড়ার ঝ'রে পড়ার
ঝ'রে পড়ার শব্দ জানে তুমি আমার নষ্ট প্রভু!

উদাসীন

পা ছুঁয়ে যে প্রণাম কবি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা।

দুঃখ এত ঝবাই, সে কি জানতে চেয়ে দেবদূতেরা কী চান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
তোমার মুখে সত্যিকারেব ঘৃণা।

এখন আমি বুঝতে পাবি আমায় নিয়ে কী চাও তুমি।
দুপুর জ্বালার মধ্যখানে
সূত্রপাতে অবসানে
তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে
দু-হাত ধ'বেও থাকব উদাসীনা।

সুন্দর

লোকে তা কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
নিহিত পাতালছায়া ভ'রে ছিল আকাশপরিধি।
কিছু তো দেখবে লোকে, তাই দেখি, ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, বাদশীতে সব গ্রাম মিলেমিশে যায়
জেগে ওঠে রাত্র।
স্বভাবই তো পথ হারানো, তাই পথ হারিয়ে ফেলেছি

তবে জানি, মনে পড়ে কে এনেছে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে।
পাহাড়িয়া নিঃসাড়, কথকতা ছিল না কোথাও,
গোপনে নিজেই আমি মাছ ধরবার নাম ক'রে
ডুবিয়ে দিয়েছি তাকে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে!
ধনুক ছোঁড়ে নি কেউ, বেঁচে গেছি, খুব বেঁচে গেছি,
নিখাত পাতালছায়া ভ'রে দেয় দিগন্তদখিনা।

লোকে তো জানে না কিছু! জানুক না, টেনে নিক পাপ,
ঝ'রে যায় নীল স্রোত, গাঢ় খাদে করুণার টান—
যদি-বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধ'রে বলে:
'তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছ কেন পৃথিবীতে?'

এই নদী, একা

গা থেকে সমস্ত যদি খুলে প'ড়ে যায়, আবার নতুন হয়ে ওঠা
সজীবতা
এর কোনো মানে আছে। অপরাধী? প্রতিদিন কত পাপ করি
তুমি তার কতটুকু জানো?
হাতের মায়ায় কত অভিশাপ সঞ্চিত রেখেছি, পাশাপাশি নদী,
তাও সব খুলে যায়; চেনা শহরের থেকে দূরে
উঁচুনিচু সবুজের ঢল
তার পাশে মাঝে মাঝে নত হতে ভালো লাগে লাবণ্যে উদ্ভিদ
তুমি তার কতটুকু জানো? এই নদী, একা
দু-চোখ সূর্যাস্তে রাখে প্রবাহিত, বলে
আমি কি অনেক দূরে স'রে গেছি?

শুশুনিয়া

ক্রমশ মিলায় দূরে শুশুনিয়া, বাংলা চাল
সাঁওতাল সঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ
আবার নতুন ক'রে ফিরে পাওয়া অবিশ্বাস, ভয়

যদিও কোথাও নেই, তবু এই গোধূলি সুঠাম
বাঁকুড়ার ঘোড়া মধ্যমাঠে, মুহূর্তে সমস্ত স্থির
এমন-কি মুহূর্তই স্থির

আমরা সবাই খুব পরিমিত স্বাভাবিক কথা বলি
কিছুই ঘটে নি যেন, সত্যিও ঘটে নি কিছু, তবু
যে-সব প্রপাতধারা কখনো দেখি নি তারা আসে শুশুনিয়া

পাথরপ্রকীর্ণ দুঃখ, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসা
সিঁথিপথে লতানো বিষাক্ত বীজ
তাছাড়া আমারও হাত অন্য মানবীর হাতে ধরা

আর তুমি
পাহাড়ের পায়ে ব'সে কেঁপে ওঠো সতেজ ঝর্নার জল ঠোঁটে

দশ দিকে প্রকৃতি বিস্তর খোলা
আমার মুখেও নাকি খুলে যায় ষোলআনা লোভ
জলই জীবন, দস্যু জল—

ক্রমশ মিলায় দূরে শুশুনিয়া, বাংলা চাল
সহায় সম্বল।

মিথ্যে

এই মুখ ঠিক মুখ নয়
মিথ্যে লেগে আছে
এখন তোমার কাছে যাওয়া
ভালো না আমার।

তুমি স্নেহে সুদক্ষিণা বটে
মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে
তোমার চোখের জলে আজও
পুণ্যে ভ'রে ওঠে রুদ্ধ দেশ
আমি তবু ছিঁড়ে যাই দূরে
এই মুখ ঠিক মুখ নয়
হলুদ শরীর থেমে যায়
বোধহীন, তাপী
তোমার অনেক দেওয়া হল
আমার সমস্ত দেওয়া বাকি।

অশুচি

সবাই সতর্ক থাকে দুপুরে বা মধ্যরাতে তুলে দেয় খিল
পথের ভিখিরি মা-ও ভাঙা ক্রাচে ভর ক'রে বুঝে নেয় মাছির গুঞ্জন
আমারই সহজ কোনো প্রতিরক্ষা নেই
চুরি হয়ে যায় সব বাক্স বই সামঞ্জস্য
অথবা শুচিতা।

তাই পথে পথে ঘুরি, ফিরে যায় গৈরিক গোধূলি
এমন মুহূর্তগুলি চিতায় তুলেছি আজ চণ্ডালের মতো
তবু কেন
আমি যদি এতই অশুচি তবে পথিকেরা আজও কেন জল চায়
আমার দুয়ারে ?

শ্মশানবন্ধু

ঘরে নেবার আগে
একবার ছুঁতে দাও লোহা, আগুন।

সবার মুখ সন্দেহ ক'রে ক'রে কেটেছিল দুপুরের পথ
নিজের জামায় হাত রেখে,
কেন বলেছিলে পথে রিপুভয় ?

দীর্ঘ উপবাসী দিন ধুলিভস্ম শরীর শ্মশান
ঘরে নেবার আগে
একবার হাতে দাও লোহা, আগুন।

দুই হাতে দুই প্রান্ত

পথের মধ্যে নামিয়ে এনে হঠাৎ তুমি ডুব দিয়েছ জলে
এখন কোনো ইশারা নেই শহরজোড়া রৌদ্রনভস্তলে।

বুক আড়ালে একশো গ্রাম, জলের ধারে আমি শহরপাপী—
মধ্যদিনে এসপ্ল্যানেডে দারুণ ধায় মানুষবিহীন ট্রাফিক।

কোথায় যাবে ? জল না আকাশ ? কোন্‌খানে কার জলকিনারা আঁকা ?
উধাও ধাও দারুণ ধাও কত শিশুর রক্ত মাখো চাকায় !

ঝাঁপ দিতে চায় দুজন লোকই, একজন স্ত্রী একজন তার স্বামী,
দুপুরবেলার বিষণ্ণ জল ধরতে গেলে শাসিয়ে ওঠে তারাও

'যিশুর মতো দাঁড়াও'

দুই হাতে দুই প্রান্ত রেখে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

সময়হরণ

ওরা আমায় বলেছিল, তোমার উপর ভার
রাখো নদীর ধার

ঘুরিয়ে নাও অশান্ত সংসার।
এ পথ দিয়ে যাবেন তোমার যিশু
এখন তিনি শিশুর চেয়ে নিচু
হয়তো এমন ভাগ্য হবে তুমিই তাঁকে করতে পাবে পার।

কখন গেল জীর্ণ বয়স ব্যাকুল অপহ্নবে
নিজের পিঠে বহন ক'রে আমিই তোমায় রেখে এলাম কবে!
কোথায় ছিল জ্ঞান আমার? কোথায় ছিল অস্তিময়ী চেতন?
ভেবেছিলাম দুঃখ কেবল বেতন
ভেবেছিলাম বৃক্ষতলে প্রতীক্ষা-বা কিসের—
সময়হরণ ক'রে আমার সময় গেল তারার আলোয় মিশে।

ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও

আমাকে কি নিতে চাও? কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দুই হাতে ঝরাও ঝালর

আমাকে কি নেবে তুমি? কখনো দেখি নি আগে চোখে
এত নিরুপম ভালোবাসা

তোমার মেদুর হাসি ধরেছি বিশ্বের পাশাপাশি
আণবী ছটায় জ্বলে ঠোঁট

আমাকে কি নিতে চাও? নেবে কোন্ শূন্য মাঠ থেকে?
হায় তুমি অন্নপূর্ণা আজ!

চাও শুধু সমর্পণ, একে একে সব নাও খুলে
মেদ মজ্জা হৃদয় মগজ

তারও পরে চাও আমি খোলাপথে হাঁটু ভেঙে ব'সে
হাতে নেব এনামেল বাটি

জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দিনে দিনে চাও পদতলে

ভিখারি বানাও, কিন্তু মনে মনে জানো নি কখনো
তুমি তো তেমন গৌরী নও !

খরা

অনেকেই ফিরে চায়, জন্ম নিতে চায় বারবার
তুমিও চাও না ?
কেন নয় ?   পুরুলিয়া তোমার সংসাব ?

বৃষ্টিহীন দুই হাত উঠে এসেছিল খবা বুকে
এখন সমাজ
কাব নাম বলে আর ?   কাকে দিতে চায় সব ভাব ?

মাটির ভিতরে জমে অন্ধকার, মাটি নিজে আজ
জানে না ফসল
তোমার চোখের জলে ভ'রে ওঠে ছোট ছোট ফল ।

নিঃশব্দ

যেমন চালাক ছেলে হঠাৎ ঘুরিয়ে নেয় মুখ
সে-রকম নয়
ওরা চারপাশ থেকে ঘিরে শুধু বুকে রঙ মারে

প্রথমে ভেবেছে রঙ, ঘরে ফিরে দেখে
জামায় লেগেছে রক্তকণা
যত মোছে তত ওঠে জ্ব'লে।

কেন, এত রক্ত কেন, কার সিঁড়ি বানাও পাঁজরে ;
শব্দ হয়ে যায় শব্দহীন
যেমন সমস্ত রঙ একাকার শাদায় গম্ভীর

ভিতরে আগুন নিয়ে তবু শূন্যে চেয়ে থাকে খরা
নিঃশব্দ ঝরানো নয়, নিঃশব্দ বুকের মধ্যে ধরা।

দশমী

তবে যাই
যাই মণ্ডপের পাশে ফুলতোলা ভোরবেলা যাই
খাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে-আসা আলো

যাই উদাসীন দেহে গুরুগুরু বোধনের ধ্বনি
যাই সনাতন বলিদান

কপালে দীঘল ভালো পূজার প্রণাম
যাই মুখঢাকা জবা চত্বর অঙ্গন বনময়

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুচুচির অন্ধকার

মঠের কিনার ঘিরে কেঁপেওঠা বনবাসী হাওয়া
যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ-বসানো দুঃখ, আর

ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধুলির দেশ
আমি যাই

পুনর্বাসন

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ঘাসপাথর
সরীসৃপ
ভাঙা মন্দির
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
নির্বাসন
কথামালা
একলা সূর্যাস্ত
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বংস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিম মুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স প'ড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন

যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শেয়ালদা
ভরদুপুর
উলকি দেয়াল
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
কানাগলি

স্লোগান
মন্থমেন্ট
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শরশয্যা
ল্যাম্পোস্ট
লাল গঙ্গা
সমস্ত একসঙ্গে ঘিরে ধরে মজ্জার অন্ধকার
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজে জলতরঙ্গ
চুড়োয় শূন্য তুলে ধরে হাওড়া ব্রিজ
পায়ের নিচে গড়িয়ে যায় আবহমান।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝর্না
উড়ন্ত চুল
উদোম পথ
ঝোড়ো মশাল
যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ
ভোরের শব্দ
স্নাত শরীর
শ্মশানশিব
যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু
একেক দিন
হাজার দিন
জন্মদিন
সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় ব'সে-থাকা পথভিখারি
যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন।

ভূমধ্যসাগর

আমাদের দেখা হল আচম্বিতে
অধিকন্তু শীতে
পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিবে আমাদের দেখা হল ভূমধ্যসাগরে।
হাতে হাত তুলে নিই, তুমি স্রোতে কেঁপে ওঠো, বলো
'এ কী
কী সাজে সেজেছ নেশাতুব
তোমাবও দু-হাতে কেন কলঙ্কবেখাব উচ্ছলতা
দেখো কত দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শবীব জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়
এ তো নয় যাকে আমি রচনা কবেছি স্তব্ধ বাতে
কেন তুমি এলে
আমাদেব দেখা হল এ-কোন্ শীতার্ত পাংশু পটে
পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহবী !'

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসি নি সহজে।
তোমার শ্যামল মুখে আজও আছে সজীব সঞ্চাব
পটভূমিকায় ওড়ে সমুদ্রেব আন্তরিক হাওয়া
আমি ভ্রষ্ট উপদ্রব নিয়ে ফিবি মেরুদণ্ড ঘিরে
এমন-কী সমুদ্রে ফেলি ছিপ
কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জ্ব'লে ওঠে দূব বক্ষ অন্তরাল ভেঙে।
তাই এইখানে নেমে আমাকে প্রণত হতে হয়
আমারও চোখের জলে ভ'রে যায় অরুণা ধরণী

দু-হাতে কলঙ্ক বটে, তবু
আমারই শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ
মৃত্যুর ঝমকে আর ঝোপে ঝোপে দিব্য প্রহরণে।
কলঙ্কে রেখো না কোনো ভয়
এমন কলঙ্ক নেই যা এই দাহের চেয়ে বড়ো
এমন আগুন নেই যা আরো দেহের শুদ্ধি জানে
তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাপণ
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যত উদ্যত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হল সমুদ্রের পর্যটক তটে।

ধূপের মতন দীর্ঘ উড়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন দিন
তোমারও শরীর আজ মিলে যায় সমুদ্রের রঙে
আমাদের দেখা হয় আচম্বিতে ভূমধ্যসাগরে।
কখনো মসৃণ নয় দেখো আমাদের ভালোবাসা
তোমাকে কতটা জানি তুমি-বা আমাকে কত জানো
তাই আমাদের ভালোবাসা
প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে
আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
তোমার ক্ষমার সজীবতা
আমার সঞ্চার আরো দীপ্য করে দেশ দেশান্তরে
আর মধ্যজলে
চোখে চোখে জ্ব'লে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন।

ফেরার সময় হল, এসো সব সাজ খুলে ফেলি
দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে

দিন হয়ে এল ক্ষীণ ভূমধ্যসাগরে।

'জলস্রোত' কবিতাগুচ্ছ

খোলা মাঠ

প্রথম সুযোগে সব ছুটে যায় দ্রুত দূর দেশে।
জল নেমে যায় বটে, জলের অন্যায়
তখনো নামে না।
আমাদের শরীরের ধ্বস্ত পটে লেগে থাকে
ইতস্তত ভালোবাসা আজও
মনে হয় ব'লে উঠি 'ঠিক আছে, ভয় নেই
স্থির হও, সব স্থির হোক'
কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমারই বুকের দিকে
ঘুরেছে সূর্যের মতো শোক
খুলে যায় আবরণ, উন্মোচিত হয়ে আসে
দুঃস্থ হাহাকার
প্রথম সুযোগমতো আমিও এ পুঞ্জীভূত ভিড়ে
দ্রুত চ'লে যাই, আর দেখি
আজ এই পৃথিবীব খোলা মাঠে যে-কোনো ঝঞ্ঝা
যখনই বলার কথা তখনই তো মিথ্যা হয়ে যায়

কাঞ্চনজঙ্ঘা

বাঁ দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশের পটভূমি গড়ে
আর পদতলে
তখনো পৃথিবী ভাসে জলে।
'নিষ্ঠুরতা, অমোঘ অন্যায়'
ব'লে স্রোতে ঝাঁপ দিল শেষ লহমায় পাগলিনী
ভাসমান চালে শুধু একা ব'সে থাকে শিশু, আর
কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখ অসম্ভব নীল হয়ে যায়।

ভয়

আমাদের হাত তবু খুলে যায় পাপের অভ্যাসে।
যেমন অসংখ্য মাছি জড়ো হয় গ্রীষ্মের দুপুরে
আমার শরীর জুড়ে ততখানি ঘিরে ধরে ভয়
ভয় অতীতের জন্য, যা-কিছু করি নি তার অন্ধকার আস্বাদহীনতা
জিভে এসে লেগে থাকে জলহীন উপবাসে, আজ
আমাদের স্নায়ু থেকে ঝ'রে যায় শেষ পিপীলিকা।

আদমের জন্ম নয়

ওকে আমি বাঁচাতে পারি নি, ওকে
ভেসে যেতে দিয়েছি সহজে ;
আদমের জন্ম নয়, পেশী তবু দৃঢ় ছিল প্রসারিত হাতে
ওরও হাত এক বিন্দু ছিন্ন হয়ে ছিল আর্তনাদে
তবু এ তো জন্ম নয়—পরস্পর ভিন্নতায় এ কি কোনো পৃথিবীতে যাওয়া ?
আমি কি শূন্যের অধিবাসী ?
এই ছত্রখান চোখ নিবিড় নৌকোও নয়
দৃষ্টি মেলে দিলে,
আমার দক্ষিণ হাতে ওর হাত মেলে না ঈশ্বর
শুধু দেশ ঘিরে ধরে জলময় আঘাতে আঘাতে
মগ্ন প্রাচীরের মতো ধ্ব'সে যায় আমার স্থিরতা
ওকে তুলে নিয়ে যায় নিশ্চিত অস্থির জলরাশি।

খুকু

তুমি তো ছিলে না তাই তোমার বসন্ত কতদূর
দেখে নিতে হলো। আমরা এখনো বেঁচে আছি।

আমাদের হাতে ওঠে শাবল, পরিত্রাণ, ঘরের পলির মুক্তি
স্তরে স্তরে ভেঙে তোলা হাসিময় লুকোনো ডায়েরি
আমাদের ঈর্ষা হয়, শ্রম হয়, কখনো-বা ভুলে
ভালোবাসা হয়,
দুঃখস্নান সেরে এলে এমন-কী বাজারে বিপিনে
সামাজিক প্রতিপত্তি রটে
'কতজন ? কোন্‌জন ? আপনি তো ছিলেন ? কতটুকু ঠিক
চোখে পড়েছিল ?'
এসব উত্তরে-প্রশ্নে মানবতা আপাতত খুশি হয়ে ওঠে—
তুমি তো ছিলে না, তাই
তোমার গলিত দেহ ভেসে যায় বারোমাসী স্রোতে।

ঋণ

আর আমাদের জন্য কোনো চঞ্চলতা নেই মাতা,
দেখো, অবশেষে
তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হল
মৃত্যুর আগের লগ্নে জলে জেগে ওঠে নীল গলা :
'অমঙ্গল হবে তোর
আমাকে কি ফেলে যাবি খোকা ?'

আরুণি উদ্দালক

আরুণি বললেন, আমি জ্ঞানার্থী। গুরু আদেশ করলেন, যাও, আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধো। পরে তাঁর ব্যাকুল আহ্বানে উঠে এসে বললেন আরুণি, জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে আলে আমি শুয়ে ছিলাম, এখন আজ্ঞা করুন। ধৌম্য জানালেন, কেদারখণ্ড বিদারণ ক'রে উঠেছ ব'লে তুমি উদ্দালক, সমস্ত বেদ তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক। পৌষ্য পর্বাধ্যায়, আদিপর্ব, মহাভারত।

তবে কি আমিই ভুলে যাই ? দিকচক্রবাল শুধু বাসা বানাবার অস্থ ছল ?

তবে কি অস্তিত্ব বড়ো অস্তিত্বের বেদনার চেয়ে? কার বাসা? কতখানি বাসা?
তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না-দাও আমাকে
ততক্ষণ কোনো জ্ঞান নেই
ততক্ষণ পুরোনো ধ্বংসের ধারে অবসন্ন শরিকের দীঘি।
নীল কাঁচে আলো লেগে প্রতিফলনের মতো স্মৃতি, রাজবাড়ি
কবুতর ওড়ানো চত্বর
ভাঙা গ্রামে প'ড়ে আছো, শোনো
তবু একজন ছিল এই ধুলাশহরে আরুণি
সে আমাকে ব'লে গিয়েছিল আল বেঁধে দেবে সে শরীরে।

আমি শুরু অভিমানে ব'সে আছি সেই থেকে, দিন যায়—রাত
আবার রাত্রির পরে দিন, অস্পষ্ট দু-হাত
নেমে আসে জানুর উপরে
জানা ও কাজের মধ্যে বহু সেতু, দেখাশোনা নেই
ঘরে ঘরে সকলেই নিঃসঙ্গ প্রস্তুত করে লক্ষ্মী-উপাসনা
যে যার আপনসুখে চ'লে যায় পূর্ণিমার দিকে
আমার নিঃশীল ব'সে থাকা
বিকল্প বন্ধুতা দেয় ঘটে জ'মে-থাকা জল অলস মন্থর
হৃদয়ের কাছাকাছি মুখ নিলে ঘুরে যায় পাঁচটি পল্লব পাঁচ দিকে
আর সেই অবসরে ফেটে যায় জলস্রোত, কেননা প্রকৃতি নাকি শূন্যের বিরোধী।

হাঁটুজল বুকজল গলাজল
শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল
ঘট ভেঙে আমাদের ধ'রে ফেলে অতর্কিতে ভাসমান শূন্যের বিরোধী
মধ্যরাত ছুঁড়ে দিলে নিজের পায়ের ভর খুলে যায় পঙ্কশীলময়
আর সেই অবসরে ছোটে বাণিজ্যের ঢেউ ছলনা প্রস্তুত থাকে দিগন্ত অবধি
যে-কোনো আঘাত লেগে উড়ে আসে চালচিত্র ধ্ব'সে যায় প্রাচীরের তল
কে কোথায় আছো ব'লে ট'লে প'ড়ে যায় সব কবুতর ভাঙা রাজবাড়ি
তোমাদের হাতেগড়া একাল-ওকাল-জোড়া ব্রিজগুলি ঝলকে মিলায়
পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে
এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালি ঠমকে।

ব'লে গিয়েছিল বটে, আছে কি না-আছে কে বা জানে
ভুলে যায় লোকে।
আবার সমস্ত দিক স্থির করে জল
এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন দু-হাত-জোড়া নীলশিশু হাতে নিঃস্ব দেহ
জল ভেঙে যায়
আলোর কুসুমতাপে ছড়ানো গো-কুল
যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন-
মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর!

গ'ড়ে তুলবার দিকে মন দেওয়া হয় নি আর কী
সহজেই বাঁধ ভেঙে যায়
চেতাবনী ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষই করি নি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে স'রে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করি নি
আমার চোখের দিকে যে ভিখারি হেসে যায় আমি আজ তার কাছে ঋণী
এত দ্বিধা কেন ব'লে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণ
অবনত দিন
ভাবে, একা বাঁধ দেবে তা কি কখনোই হতে পারে?
আমাদের বিশ্বাস ঘটে না
আমাদের ঘরে ঘরে প্রতি পায়ে জ'মে ওঠে পলি
আর অলিগলি
আতুর বৃদ্ধের হাতে খুঁজে ফেরে হারানো শরীর
আমাদের ঠোঁটে ওঠে হাসি
দুপুরে বাতাসভরা কেঁপেওঠা অশথের পাতা
যেমন নির্জন শব্দ তোলে
এখনো অম্বার স্বর ততখানি ঝ'রে পড়ে 'সুমন, সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা
অথবা কখনো

নিজেরই অথর্ব দেহ যেমন ধিক্কারে টেনে প্রতি রাত্রিবেলা
তোমার মুক্তির পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই
তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা
মুখে যে আগুন রাখি তত পুণ্য রটে না আমার
মৃত্যুশোকে কার অধিকার
কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনো নদীর জলে 'সুমন, সুমন'
আর আমি ব'লে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো—
শুধু মূর্খ অভিমানে ব'সে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।

কখনো চোখের জল হয়ে ওঠে সোনা।
কিন্তু কখন? সে কি এই আচ্ছন্ন বিলাপে?
দীর্ঘ আলপথ ঘুরে এই কুব্জ ক্যারাভান তোমার দুয়ারে এসে ভিখারি দাঁড়ায়
আর তুমি
শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন
রাত্রিগুলি ওড়াও আকাশে
বণিকের মানদণ্ড মেরুদণ্ড বানাও শরীরে
বেতন জোগাও চোখে প্রত্যহযাপনছলে রাজপথে অন্ধকার ঘরে
তখন?
হে নগর, দীপান্বিতা ভাস্বতী নগরী
আকণ্ঠ নাগরী
মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন
তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি
পোহালে শর্বরী
তোমারই প্রভাতফেরী মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে।

হবে, তাও হবে। মাথা খুব নিচু ক'রে সবুজ গুল্মের ছায়া মুখে তুলে নিলে
ওর দেহ হয়ে ওঠে আমাদেরই দেহ, তাছাড়া এ অভিজ্ঞতার
অন্য কোনো মানে নেই
যখন আঙুল থেকে খুলে পড়ে নির্মল নির্ভর

তখনো দুখানি হাত দুঃখের দক্ষিণ পাশে স্থির রাখা
আরো একবার ভালোবাসা
এই শুধু, আর কোনো জ্ঞান নেই
আর সব উন্নয়ন পরিত্রাণ ঘূর্ণমান অগণ্য বিপণি দেশ জুড়ে
যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়
আমাদের চেতনাই ক্রমশ অস্পষ্ট করে সাহায্যের হাত
আছে সব সমর্পণে—এমন-কী ধ্বংসের মধ্যে—আবার নিজের কাছে
ফিরে আসা, বাঁচা। তাই
যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান চাই
সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে—

লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে।

জাবাল সত্যকাম

আচার্য বললেন, এমন বাক্য ব্রাহ্মণেই সম্ভব। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ করো, তোমায় উপনীত করব, কারণ সত্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হও নি। ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারশো তাঁকে পৃথক ক'রে দিয়ে বললেন, অনুগমন করো। বনাভিমুখে তাদের চালিত করে সত্যকাম জানালেন 'সহস্র পূর্ণ না হলে আমি ফিরব না'। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪

তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই নির্জন রাখাল।
তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই এমন সকালসন্ধ্যা
আজানু বসেছি এই উদাসীন মর্যাদায়
চেয়ে আছি নিঃস্ব চোখে চোখে।
এ কি ভালোবাসে ওকে ? ও কি একে ভালোবাসে
আমারই দু-হাতে যেন পরিচর্যা পায়
ভালোবাসাবাসি করে। যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক বায়বীয় স্বরে

ফিরে নেবে ঘরে
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই
এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস।

২

ভাবো সেই সন্ধ্যাজাল অস্ফুট বাতাস আমি আভাময় পায়ে হেঁটে গেছি
পাথরবিছানো পথে পথে
তোমার দুঃখের পাশে দীক্ষা নেব ইচ্ছা ছিল কত
প্রেমের পল্লব সর্ব ঘটে
ভেবেছি এত যে দল, দল দল, আমারও কি জায়গা নেই কোনো ?
মাঠের বিপুল ভেঙে দোলানো লণ্ঠন যায়, দূরে সরে বালকের স্মৃতি
প্রধান সড়কে আমি, আমারও কি জায়গা নেই কোনো ?
পদ্মার তুফান দেয় টান নৌকো খান্ খান্
পেরিয়ে এসেছি কত সেতু
তোমার দুঃখের পাশে ব'সে আছে জনবল চোখে রুপা ইলিশের দ্যুতি
আমিও প্রণাম করি বুকে লাগে শ্যামল বিনয়ভূমি, তুমি
মাথায় রেখেছ হাত স্নেহভরে, বলো
'কী তোমার গোত্রপরিচয় ?'

পরিচয় ? কেন পরিচয় চাও প্রভু ?
ওই ওরা ব'সে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধপরিচয় ?
বনে ভরে আগুনকুসুম—
আপন সোপানে কারা জলস্রোতে দেখেছিল মুখ ?
বুকে জ্বলে আগুনকুসুম—
আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয় ?
কেন চাও আত্মপরিচয় ?
কোথায় আমার দেশ কোন্ স্থিতি মৃত্তিকার কূল
কোন্ চোখে চোখ রেখে বুকের আকাশ ভরে মেঘে
দেশদেশান্তর কালকালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয় !

পিছনে পিছনে এত বাঁধা আছে হৃদয়ের মানে আর
শিকড়ে শিকড়ে জমে টান
গঙ্গা এত বহমান দীর্ঘ দেশকাল জুড়ে আমারও হৃদয়
ধুলো পায়ে ফিরে বলে কোথায় আমার গোত্র
কী আমার পরিচয় মা ?

ছুটে স'রে যাই দূরে ঘরে পরে সদরে অন্দরে
কী আমার পরিচয় মা
শহরে ডকে ও গ্রামে ফুল ওঠে পরিশ্রম গাছে ওড়ে রঙিন বেলুন
কী আমার পরিচয় মা
ধরো নদীতীর শোনো শব্দ যেন জ'মে ছিল জাহাজের সারি
জেটিতে জুটায় ভালোবাসা
টন টন শস্যে মুখ ঢেকে যায় রৌদ্রহীন শস্যের শরীর গ'লে যায়
কী আমার পরিচয় মা
পোশাকের নিচে আমি আমার ভিতরে জমে নির্বোধ পোশাক
আমার দেহের কোনো পরিত্রাণ থাক না-ই থাক
মুখে ঠিক উঠেছিল গ্রাস
কী আমার পরিচয় মা
দারুণ কুঠারে কেউ ছিঁড়ে দিয়েছিল দড়ি
দ্রুত খুলে যায় সব তরী
টেবিলে গেলাস রেখে উঠে আসে প্রণয়িনী হাত ভাঁজ ক'রে বলে, এসো,
কনুই বাঁকিয়ে ওরা মিশে যায় ক্রিসমাস ভিড়ে
টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট
কিছুতেই কিছু নয় ললাটে না ভাষায় না
নতনীল বুকে কিছু নয়
আমার জিভের বিষে ঝ'রে যায় জরতী ভিখারি
সব গাড়ি থেমে থাকে রমণীর রক্তিম নখরে
কী আমার পরিচয় মা ?

৩

বহুপরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।

ওরা হাসাহাসি করে, মুখে থুতু দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে, আমি
পরিচয়হীন
জলস্থল সর্বতল আমার বিলাপে কাঁপে পরিচয়হীন।
গোপনে আপনভূমি ক্ষয়ে যায় কবে
যেমন চোখের আড়ে স'রে যায় বসন্তবয়স আর
পিয়ানোর পিঠে জমে ধুলো
যেমন উত্তান রাত কেঁপে ওঠে মহোৎসবে নীল
হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে বিষ হয়ে ফুলে ওঠে শিরা ও ধমনী, ওরা বলে
কিছুতেই কিছু নয় ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় কিছু নয়,
কী-বা আসে যায়
বুকের তোরণে কোনো স্বাগতম্ রাখে নি যুবতী
কী সুন্দর মালা আজ পরেছ গলায়
আজ মনে পড়ে মাগো তোমার সিঁদুর এই নিখিল ভুবনে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় নয় চোখের নিহিত জলে নয়
আমি খুব নিচু হয়ে তোমার পায়ের কাছে বলি, আজ ক্ষমা করো প্রভু
আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই।

বহুপরিচর্যাজাত পথের ভিক্ষায় জন্মদিন
প্রভু এই এনেছি সমিধ
অন্ধকার বনচ্ছায়ে দীর্ঘ তালবীথি সত্যকাম
এনেছি সমিধ
আমার শরীর নাও দুই হাতে পুঁথি ও হৃদয়
তুমি চাও আত্মপরিচয়
শস্যময় ভালোবাসা প্রান্তরে নিহিত বর্তমান
আমার তো নাম নেই, তুমি বলেছিলে সত্যকাম।

এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই।
যখন সহস্র পূর্ণ হবে

ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক গাঢ়তর স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন আজানু এই উদাসীন মাঠে মাঠে আমার সকাল
তুমি দিয়েছিলে ভার আমি তাই নির্জন রাখাল।

পাথর

পাথর, নিজেই আমি দিনে দিনে তুলেছি এ বুকে
আজ আর নামাতে পারি না!

আজ অভিশাপ দিই, বলি, ভুল নেমে যা নেমে যা
আবার প্রথম থেকে চাই
দাঁড়াবার মতো চাই যেভাবে দাঁড়ায় মানুষেরা

মাথায় উধাও দিন হাতের কোটরে লিপ্ত রাত
কী ভাবে বা আশা করো মন বুঝে নেবে অন্য লোকে
সমস্ত শরীর জুড়ে নবীনতা জাগে নি কখনো

মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা
কার পূজা ছিল এতদিন?
একা হও একা হও একা হও একা হও একা

আজ খুব নিচু ক'রে বলি, তুই নেমে যা নেমে যা
পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম, এখন
আমি তোর সব কথা জানি!

অবিমৃশ্য বালি

পথে এসে মনে পড়ে বন্ধু বলেছিল এই সবই।

বলেছিল, যা, কিন্তু সমস্ত লাবণ্য তোর হেলায় হারাবি
দুপুরের বিষ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে দুই চোখ
বিকেলের মতো খুব নিরাশ্বাস হয়ে যাবে মাথা
গায়ের কলঙ্ক যেন নিশীথের হাজার তারার
দাহ নিয়ে জ্ব'লে যায়, আর
নিজেই নিজেকে খুঁড়ে দিন-দিন পাবি অন্তহীন
অবিমৃশ্য বালি—

আমাকে ঠকালি যদি, নিজেকে তো এতটা নামালি।

বিষ

হাত খুলে দেখা গেল হাতে কিছু নেই
এবার তাহলে খোলো পা

খোলা হল পা
তাও নেই। তাহলে কি মাথা? খোলো মাথা

তার পরে একে একে খোলা হল মাথা ঘাড় বুক পিঠ উরু
কোনোখানে নেই কোনো বিষ।

কিন্তু যেই জুড়ে দিই, দুই চোখ হয়ে ওঠে ঈষৎ কপিশ
গোল হয়ে ফুলে ওঠে হলুদ শরীর, ঝুল হয়ে
খুলে পড়ে নিরেট আঙুল

মাথা ঘাড় বুক পিঠ হাত পা বা উরু
একযোগে কেঁদে ওঠে, বিষ বিষ বিষ
ঢেলে দাও সমস্ত অগুরু—ঢালো—খোলো

খোলা হল হাত। না, হাতে কিছু নেই
এবার তাহলে খোলো গা।

প্রপাত

বুকের প্রপাত ঝ'রে যায়
এতগুলি ডিঙা তুমি কোথায় পেয়েছ ভুলে যাই
বুকের প্রপাত ঝ'রে যায়

জল, এত জল, শুধু চারিদিকে জল খেলা করে
বুকের আকাশ স'রে যায়
এমন প্রপাত ঝ'রে যায়

আর তুমি ডিঙা নিয়ে এই সব ডিঙা নিয়ে যাও
আমার চোখের দিকে চাও
ব'লে যাও কেন চ'লে যাও ব'লে যাও

বুকের প্রপাত ঝরে হায়
জল, এত জল, শুধু চারিদিকে বিপরীত জল
পটের আকাশ স'রে যায়।

পুতুলনাচ

এই কি তবে ঠিক হল যে দশ আঙুলের সুতোয় তুমি
ঝুলিয়ে নেবে আমায়
আর আমাকে গাইতে হবে হুকুমমতো গান ?

এই কি তবে ঠিক হল যে বৃষ্টিভেজা রথের মেলায়
সবার সামনে বলবে ডেকে, 'এসো
মরণকূপে ঝাঁপাও' ?

আমার ছিল পায়ে পায়ে মুক্তি, আমার সহজ যাওয়া
এ গলি ওই গলি

আমার ছিল পথভ্রমের নিশানতোলা শহরতলি
উত্তরে-দক্ষিণে

আমার চলা ছিল আমার নিজস্ব, তাই কেউ কখনো
নেয় নি আমায় কিনে

এমন সময় তুমি আবিল হাত বাড়িয়ে যা পাও
স্বাধীনতায় দিচ্ছ গোপন টান—

এই কি তবে ঠিক হল যে আমার মুখেও জাগিয়ে দেবে
আদিমতার নগ্ন প্রতিমান ?

দল

এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
আমার চোখের সামনে তোমার পতন হোক আদিম, লতাগুল্মময়

আমার চারদিকে দল মাথার ভিতরে বা ধমনীতে বিঁধে যায় দল
দুহাতে পেষণ করি দুচোখ বন্ধ করো বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
তোমার শব নিয়ে বানাই দুর্গের প্রাকার

তোমাকে আদর ক'রে তোমার শরীর ভ'রে জাগিয়ে দিয়েছি সব নীল কল
এখন আমার তুমি নষ্ট হও তুমি ধ্বংস হও তুমি বিষ খাও
আমি যা বলি আজ হও তাই

সব চুল খুলে দাও তোমার চুলে বেঁধে কণ্ঠনালি এসো ছিঁড়ে দিই
এই খোলা দুপুরে নিজের শরীরের আগুনে সব চুল জ্বেলে নাও
ধ্বংস হও তুমি চেতনাহীন হও আমার হাতে তোলা বিষ খাও

বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও।

ক্রমাগত

এইভাবে হতে থাকে ক্রমাগত
কেউ মারে কেউ মার খায়
ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে
জ্ঞানদান করে

এই দিকে ওই দিকে তিন চার পাঁচ দিকে
টেনে নেয় গোপন আখড়ায়
কিছু-বা গলির কোণে কিছু অ্যাসফল্ট রাজপথে
সোনার ছেলেরা ছারখার

অল্প দুচারজন বাকি থাকে যারা
তেল দেয় নিজের চরকায়
মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলে দেখে নেয়
বিপ্লব এসেছে কতদূর

এইভাবে, ক্রমাগত
এইভাবে, এইভাবে
ক্রমাগত

বিকেলবেলা

সারাদিনের পর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ বিকেলবেলা
আর স্বপ্ন দেখছি যে-স্বপ্ন দেখার কোনো কথা ছিল না আমার
যে, একটা নয় দুটো নয় তিন-তিনটে রুপোলি গোলক ঝকঝক করছে
ঢালু আকাশে
তার নিশ্বাস যতদূর পৌঁছয় ততদূর ট'লে পড়ছে মানুষ।

সবার মুখ তাই থমথমে আমি জিজ্ঞেস করি ওখানে কী, কী হয়েছে ওখানে
শুনে একজন বলে ও কিছু নয়, মা বলল জলের রঙে আগুন
অনেকদিন আগে এ-রকমই হয়েছিল একবার, ঘরদুয়োর সব বন্ধ ক'রে দাও
সেবার আর বাঁচে নি কেউ মড়কে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ।

রুপোলি আলো পারদের মতো ঘন হয়ে এগিয়ে আসে আমার মুখের ওপর
যেন জল থেকে গাঢ়তর জলে ডুবে যায় সমস্ত শরীর
কাগজে তৈরি আমার ভাইয়ের মুখ ঝুলে পড়ে কার্নিশ থেকে বাইরের হাওয়ায়
আর দেখতে দেখতে অবেলার ঘুম ভেঙে যায়, দুচোখ ভার।

স্লোগান

এমনিভাবে থাকতে গেলে শেষ নেই শঙ্কার
মারের জবাব মার

বুকের ভিতর অন্ধকারে চমকে ওঠে হাড়
মারের জবাব মার

বাপের চোখে ঘুম ছিল না ঘুম ছিল না মা-র
মারের জবাব মার

কিন্তু তারও ভিতরে দাও ছন্দের ঝংকার
মারের জবাব মার

কথা কেবল মার খায় না কথার বড়ো ধার
মারের মধ্যে ছলকে ওঠে শব্দের সংসার।

নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি

রিচার্ড, তোমার নাম আমার শব্দের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড
কে রিচার্ড ? কেউ নয়। রিচার্ড আমার শব্দ নয়।

রিচার্ড, তোমার নাম আমার স্বপ্নের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড
কে রিচার্ড ? কেউ নয়। রিচার্ড আমার স্বপ্ন নয়।

রিচার্ড, তোমার নাম আমাব দুঃখেব মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড ? কেউ নয়। রিচার্ড আমার দুঃখ নয়।

কলকাতা

বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না

আমারে কেউ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না

কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলাপচা ভাসে

অ সোনাবৌ আমিনা
আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
কইলকাত্তায় যামু না।

বোকা

আমি খুব ভালো বেঁচে আছি
ছন্দের সংসারে কানামাছি।

যাকে পাই তাকে ছুঁই, বলি
'কেন যাস এ-গলি ও-গলি ?

বরং একবার অকপট
উদাসীন খুব হেসে ওঠ্—'

শুনে ওরা বলে, 'এটা কে রে
তলে তলে চর হয়ে ফেরে ?'

এমন কী সেদিনের খোকা
আঙুল নাচিয়ে বলে, 'বোকা'!

সেই থেকে বোকা হয়ে আছি
শ্যাম বাজারের কাছাকাছি।

মানুষ

মানুষ কী ক'রে এত পারে ?

সত্য সে হয় নি বটে, তবুও সত্যের কাছে যেতে
চেয়েছিল। তাই জেনে ভালো ভালো জামা প'রে সব
ঘিরে ধরেছিল তাকে মানুষেরই মতো কটি লোক।
চশমাও ছিল চোখে, এমন-কী হাতে পোর্টফোলিও,
তদুপরি দাঁত আছে, হেসে কথা বলে মাঝে মাঝে
মুখ থেকে লালা ঝরে চোখ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি পোকা
ব্যাগ থেকে নীল হয়ে ফুঁসে ওঠে দুধেপোষা সাপ।
দিনকে যে রাত করা কিছুই কঠিন নয় বুঝে
নিমেষে চোখেব সামনে চুবি ক'বে নিয়েছে পুকুর।
আর এরা দুই পায়ে—দুয়ের বেশি না—দাপাদাপি
ক'রে তার কাছে এসে বুক থেকে হাড় খুলে খায়
অবিকল মানুষেরই মতো কটি জামাপবা লোক :

মানুষ তবুও তার ভালোবাসা বেখে গেছে পায়ে।

বিবেক

নীল জল।
হঠাৎ ঝাপট মারে মাঝে মাঝে খয়েরি শুশুক
ওই ওই বব ওঠে ওই ওই—
তার পর সব শান্ত নিরুদ্বেগ সবুজ পৃথিবী
ধোয়া তুলসীপাতা !

সত্য

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল যুবা
সত্যপ্রেমে ঝাপ্‌সা, বিক্ষত।
পথের ভিড়ে মুখ লুকিয়ে কাল এক
ভিখারি ওকে ব'লে গিয়েছে ডেকে :
'দিনের বেলা একলা ঘুরি পথে
রাতদুপুরে সঙ্ঘে যাই ফিরে
সঙ্ঘে আমি একলা থাকি বটে
একার পথে সত্য টের পাই।
তোর কি আছে এমন যাওয়া-আসা ?
কর্মী, তোর জ্ঞানের বহু বাকি—
আমাকে তুই যা দিতে চাস ভুল
ফিরিয়ে নিই আমার ভাঙা থালা।
তা ছাড়া এই অবিমৃশ্য ঝড়ে
স্পষ্ট স্বরে বলতে চাই তোকে
সত্য থেকে সঙ্ঘ হতে পারে
সঙ্ঘ তবু পাবে না সত্যকে।'

চিতা

আজ সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলে নি
কেউ না
চিতা, জ্ব'লে ওঠো

সকলেরই চোখ ছিল লোভে লোভে মণিময়
মুখে ফোটে খই
চিতা, জ্ব'লে ওঠো

যা, পালিয়ে যা
বলতে বলতে বেঁকে যায় শরীর
চিতা

একা একা এসেছি গঙ্গায়
জ্ব'লে ওঠো

অথবা চণ্ডাল
দেখাও যেভাবে চাও সমীচীন ছাইমাখা নাচ

যখন লোকে

গলির মুখে বিপদ, ঘর থেকে
ঝলক দেয় সরল তরবারি—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।

সবার পাশে সবার মতো ত্রাসে
মিলেছে এসে হাজার নরনারী—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।

শব্দ দিয়ে আগুন দিয়ে ঘিরে
বানিয়েছিলে অসীম সংসারী—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।

বিরলতা

তুমি আজ এমন ক'রে কথা বলো মনে হয় শব্দ যেন শব্দের
সন্ন্যাসিনী

নীল বনপটতুমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে
দায়হীন

পাশে আছো না কি নেই বোঝা যায় না পদধ্বনি থাকা-না-থাকার খুব
মাঝখানে

কমণ্ডলু হাতে নিয়ে অনায়াসে স'রে যাওয়া হাওয়ায় যেমন জল
ধ্বনিময়

টলটল চ'লে যায় তোমার আপন স্বর, বিরল, বিরল হ্রদে
ভাসমান

বিরলতা আনন্দের বিরলতা পূর্ণতার, তবু যদি একবার
কথা বলো।

বৃষ্টিধারা

আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে
যাবার সময়ে আজ ব'লে যাব :
এত দম্ভ ক'রো না পৃথিবী
রয়ে গেল ঘরের কাঠামো।
ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌সা করে চোখ
হাহাকার উঠেছে, তা হোক
রয়ে গেল মাটির প্রতিভা
ফিরে এসে ঠিক বুঝে নেব।

ভয় দেয় উদাসীন জল
মানুষের স্মৃতিও তরল
ঘোর রাতে আমাদেরই শুধু
বারে বারে করো ভিৎহারা ?
সকলেই আছে বুকজলে
কেউ জানে কেউ বা জানে না
আমাকে যে সহজে বোঝালে
প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা !

যৌবন

দিন আর রাত্রির মাঝখানে পাখিওড়া ছায়া
মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের শেষ দেখাশোনা ।

ত্যাগ

আমি খুব ভুল ক'রে এ-রকম বৃষ্টিময় দিনে
ঘর ছেড়ে পথে যাই, পথ ছেড়ে আনন্দ নদীর
নদী চায় আরো ত্যাগ পৃথিবীর সীমানা অবধি
ধারাময় হয়ে যায় আমাদের নির্ভার জীবন
যা-কিছু কলঙ্ক ছিল শুদ্ধে শুদ্ধে ধুয়ে যায় যেন
কেবল জলের ভারে মাথা নিচু ক'রে বলে জবা :
ও কি তবে ভুল ক'রে ঘরের বিষাদ গেল ভুলে ?

প্রেমিক

বহু অপমান নিয়ে কিছু-বা সম্মান নিয়ে আজ
শরীরসর্বস্ব হয়ে এসেছি বপনহীন নিশা—
ভোলাও ভোলাও তুমি মুছে নাও ধাতুমুখ, ক্ষত
ভোলাও শৈবাল এই ক্লীব আবরণ অপব্যয়
শব্দ নয় কথা নয় জলের ঘূর্ণিতে ব্যথা নয়
ভোলাও এ আত্মময় পাতালপ্রোথিত শল্যপাত
ভোলাও লুণ্ঠন, আমি ফিরে আসি, একবার বলো
তোমার দেবতা নেই তোমার প্রেমিক শুধু আছে।

ঠাকুরদার মঠ

এইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ
চতুর্দশীর অন্ধকারে বুকের পাশে বাতি জ্বালিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি
একা
সবাই সব বুঝতে পারে কোন্ শেয়ালের কোথায় পথ পতনমুখে কীভাবে কে
হামলে দেয় গা
নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল আমার তাই এখানে চুপ ক'রে
দাঁড়াই
সবাই আমার মুখ দেখে না আমি সবার মুখ দেখি না
তবু তোমার মঠ ছেড়ে যাই না
চতুর্দশীর অন্ধকারে তোমার বুকে আগুন দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি
একা
এইখানে চুপ ক'রে এইখানে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ।

অঞ্জলি

ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
সমস্ত মিলায়
এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, আর জল
সব ধারে ধাবমান জল
প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন
আর, তুমি একা
এত ছোটো দুটি হাত শুদ্ধ ক'রে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে—

জানো না কখন দেবে কাকে দেবে কতদূরে দেবে !

রেড রোড

খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছি ময়দানের গভীর তলদেশে
যেন নক্ষত্র তুলে নেয় আমার নিভৃত নিশ্বাস

এই অন্ধকার মণ্ডলের গহন থেকে আমার শব্দহীন স্তব
যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে যায় স্বর্গীয় ঈথারে

আমাকে ভুল বুঝো না ব'লে দুহাত ছড়িয়ে দিতে টের পাই
চোখের ঢালু বেয়ে নম্র ঘাসের মতো ক্ষীণ জলরেখা

অন্নে অন্নে প্রাণ পেয়ে কেঁপে ওঠে হাওয়ায়
জানি না বুকের কত নিচে নেমে যায় এর সর্বপায়ী শেকড়

কপালে হালকা পালক ছুঁয়ে ব'লে যায় রাত্রি :
এই মাটি তোমার শরীর; একে স্পর্শ করো, জানো—

আর অমনি দশ দিগন্ত ভেসে যায় উপচে পড়ে দুচোখ
স্ফুরিত আনন্দে না কি দিশাহীন জলে

তারই পাশে রুল হাতে এগিয়ে আসে পুলিশ, বলে : ওঠো
অবৈধ তোমার এই একলা অসামাজিক শুয়ে থাকা—

আবার আমি নিচু হয়ে পায়ে পায়ে চলতে থাকি শহরের দিকে
সামনেই ঝকঝকে রেড রোড!

নির্বাসন

আমার সামনে দিয়ে যারা যায়, আমার পাশ দিয়ে যারা যায়
সবাইকে বলি : মনে রেখো

মনে রেখো একজন শারীরিক খণ্ড হয়ে
ফিরে গিয়েছিল এই পথে

বালকের মতো তার ঘর ছিল বিষণ্ণের
দুপুর আকাশে ছন্নছাড়া

চোখে তার জল নয়, বুকের পিছনে দীঘি
ভাঙা বাড়ি প্রাচীর আড়াল

শতাব্দীর ঝুরিনামা গাছের নিবিড়ে ওই
ব্যবহারহীন জল থেকে

একজন দেখে—দূরে—কখনো দেখে নি আগে
এমন আনন্দমুগ্ধ দেশ

এমন আপনমুগ্ধ ঢল নামে, তার পাশে
এমন শরীরসজ্জাহারা

হয়তো-বা একজন ধর্মহীন বর্মহীন
নির্বাসনে যায়, মনে রেখো।

শরীর

শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে, ডাক্তার
ঠিক জানি না
কীভাবে বলতে হয় তার নাম

আয়নার সামনে বসলে ভারি হয়ে নামে চোখ
পেশীর মধ্যে ব্যথা
ভিতর থেকে ফুটে বেরোয় হলুদ রঙের আলো

কিন্তু সে তো গোধূলির আভা। রক্তে কি
গোধূলি দেখা যায়?
রক্তে কি গোধূলি দেখা যায়? যাওয়া ভালো?

শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘ'টে যাচ্ছে, ডাক্তার
জানি না তার নাম।

খরা

সব নদী নালা পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে
জল ভরতে এসেছিল যারা
তারা
পাতাহারা গাছ
সামনে ঝলমল করছে বালি।

এইখানে শেষ নয়, এই সবে শুরু।
তারপর
বালি তুলে বালি তুলে বালি তুলে বালি
বালি তুলে বালি

বিশ্বসংসার এ-রকম খালি
আর কখনো মনে হয় নি আগে!

না

এর কোনো মানে নেই। একদিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিনদিন
কিন্তু তারপর কী?
একজনের পর দু'জন, সুজনের পর দুর্জন
কিন্তু তারপর কী?
এই মুখ ওই মুখ সব মুখ সমান।

তুমি বলেছিলে ঘর হবে, ঘর হলো
তারপর কী?
তুমি বলেছিলে স্নেহ হবে, স্নেহ হলো
তারপর?
কতদূরে নিতে পারে স্নেহ? অন্ধকারও আমাকে সন্দেহ
করে নি কখনো
বুকে ব'সে আছে তার এতবড়ো প্রতিস্পর্ধী কোনো!

না-এর পর না, না-এর পর না, না-এর পর না
তারপর কী?
পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা
তারপর?

বর্ম

'ও যখন প্রতিরাত্রে মুখে নিয়ে এক লক্ষ ক্ষত
আমার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ফিরে আসে ঘরে
দাঁড়ায় দুয়ারপ্রান্তে সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায়
শরীর বাঁকিয়ে ধরে দিগন্তের থেকে শীর্ষাকাশ
আর মুখে জ্ব'লে থাকে লক্ষ লক্ষ তারার দাহন
অবলম্বহীন ওই গরিমার থেকে ঝুঁকে প'ড়ে
মনে হয় এই বুঝি ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন দেহ
মুহূর্তে মূর্ছিত হল আমার পায়ের তীর্থতলে—
শূন্য থেকে শূন্যতায় নিরাকার অস্ফুট নিশ্বাস
মধ্যযামিনীর স্পন্দে শব্দহীন হল, তখনো সে
দূর দেশে দূর কালে দূর পৃথিবীকে ডেকে বলে :
এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে!'

স্পর্ধা

তার কোনো খ্যাতি নেই তার জন্মপরিচয় নেই
তার কোনো মুক্তি নেই লোকে যাকে মুক্তি ব'লে থাকে
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কম্বল পশম
আর কোনো ঢেউ নেই ঢেউয়ের সংঘর্ষে দ্যুতি নেই।
জীবন এত যে ভালো, সে-জীবনে অধিকার নেই
লজ্জাহীন সুন্দরের মুখে কোনো ম্লান আভা নেই
সারি সারি উট আর উটের চোখের নিচে জল
দু'হাত বাড়িয়ে দেখে আর কোনো জলচিহ্ন নেই—
তবু সে এমনভাবে কোন্ স্পর্ধা ক'রে ব'লে যায়
'আমার দুঃখের কাছে তোমাদের নত হতে হবে!'

সন্ততি

আবার ফিরে আসে এ-রকম নিজের মধ্যে ভ'রে ওঠা দুপুর
এখন মাথার উপর নিকষকালো মেঘ
আর অগাধ পাটখেতের কিনার ঘিরে আমাদের নিঃশব্দ চলা

ছমছমে প্রান্তর জুড়ে খেলনা দুই মানুষ
ভেসে ওঠে সুখে দুঃখে অস্পষ্ট অতীত দিন নিয়ে
ভয়ে ভয়ে স'রে আসে শস্যের পাশাপাশি খুব

কেননা এই সুখ এই দুঃখ এই আকাশ
আমাদের ছিঁড়ে নেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যথাময়
গ্রামান্তের দিকে

শুধু ধরা থাকে হাত
হাতে হাতে কথা নেই কোনো
চোখে চোখ রাখি তবু কেউ কাউকে দেখতে পাই না আর

এ কি মৃত্যু ?   এ কি বিচ্ছেদ ?   না কি মিলনেরই অপার বিস্তার ?
এ কি মুহূর্ত ?   এ কি অনন্ত ?   না কি এরই নাম সন্তত জীবন ?

আমাদের মাঝখানে প্রথম বৃষ্টির বিন্দু নীল
আর তুমি নিচু হয়ে তুলে নাও একমুঠো মাটি

শূন্যে ছড়াও, আর চোখে চোখে না তাকিয়ে বলো :
ভেবো না।   ভেবো না কিছু।   দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রতিভা

ক্রমে এনে দেব তোকে স্ফীত মুণ্ড, স্নায়ুহীন ধড়
থাবায় লুকোনো বহু বাঘনখ, লোমশ কাকুতি
চোখের প্রতিটি পক্ষ্মে এনে দেব ধূর্ত শলাকা-র
ক্ষিপ্র চলাচল, আর, জল নয়, লালা দুই চোখে।
হৃৎপিণ্ডে বেঁধে দেব কারুকার্যে পাথরের ঢাল
মেরুদণ্ডে গ'লে-যাওয়া সরীসৃপ-আভা, আব স্বরে
সহজে বাজিয়ে দেব নবমীর ন-হাজার ঢাক—
তারপরে ব'লে দেব—আ, এই প্রতিভা আমাব,
যা, শহরের পথে অকাতরে ঘোর্ এইবার!

স্বৈরিণী

মনে রাখিস না? এত দিইথুই?
থেকে-থেকে শুধু প্রশ্ন পাঠাস
'সুখী না কি তুই? দুঃখী কি তুই?

'ও-সুখদুঃখ কার-বা? শোন্—
স্বৈরি। ঠোঁট এই তো বাড়াই
আয় ছেড়ে আয় নির্বাসন!'

দিন কেটে যায় একলা পাথর
বইতে বইতে পাহাড়চূড়ায়
তবু জানি মনে পড়বে না তোর।

সবার সঙ্গে দল বেঁধেছিস
চারদিক জুড়ে বেলেল্লা নাচ
কেউ কাটে ছড়া কেউ দেয় শিস্

ভাবনাও নেই ভাসার ডোবার
রঙ্গিণী তোর সমস্ত গা-য়
উপচে পড়ছে আনন্দভার

আর, আমার যে পাথর টানতে
দিন কাটে, তুই তার দিকে চেয়ে
বিদ্যুৎ দিস্ চোখের প্রান্তে :

'ও-সুখদুঃখ কার-বা ? শোন্—
রঙ্গিণী ঠোঁট এই তো বাড়াই
আয় ছেড়ে আয় নির্বাসন !'

শাদাকালো

পথের ওই খুনখুনে বুড়ো
যখন এগিয়ে এসে বলে 'আমি চাই।
দেবেন না ? না দিয়ে
কাকে ঠকাচ্ছেন মশাই ?'
আর চারদিক থেকে ভদ্রলোকেরা :
'সাবধান, সরে যান
লোকটা নির্ঘাৎ টেনে এসেছে
কয়েক পাইট'

তখন আমার সামনে কেঁপে দাঁড়ায়
ওয়াশিংটনের আরেক মস্ত বুড়ো
থুখ্‌থুরে
ছেঁড়া বুকে টিল খেতে খেতে
তবু যে আঙুল তুলে বলেছিল 'শোনো
আই অ্যাম ব্ল্যাক
ও ইয়েস, আই অ্যাম ব্ল্যাক
বাট্ মাই ওয়াইফ ইজ হোয়াইট !'

চালচলন

এটা   নতুন ধরন
যত   নপুংসকের
নির্-   বীর্যীকরণ !

সারা   শহর জুড়ে
দেখে   বালা-বালকে
নির্-   লজ্জ নিশান
ওড়ে   সূর্যালোকে
আজ   সবাই মিলে
মাতে   মহোৎসবের
লাল   হলুদ নীলে
আব   পরশুরামেব
ভীম   কুঠাব হাতে
গায়   দু'হাত তুলে
চাই   সৃষ্টিহরণ
চাই   সৃষ্টিহবণ
সারা   শহর জুড়ে
চাই   সৃষ্টিহরণ
যত   নপুংসকের
নির্-   বীর্যীকরণ !

হাসপাতাল

নার্স ১

ঘুমোতে পারি না, প্রতি হাড়ের ভিতরে জমে ঘুণ
পা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণুবিস্তার
ঘূর্ণমান ডাক দিই·: কে কোথায়, সিস্টার সিস্টার—

'হয়েছে কী ? চুপ ক'রে নিরিবিলি ঘুমিয়ে থাকুন।
তাছাড়া নিয়মমতো খেয়ে যান ফলের নির্যাস—'
শাদাঝুঁটি লাল বেল্ট খুট খুট ফিরে যায় নার্স।

নার্স ২

রাত দুটো। চুপিচুপি দুটি মেয়ে ঢুকে দেখে পাশের কেবিনে
ম্রিয়মাণ যুবাটির আরো কিছু মরা হল কি না।

'এখনো ততটা নয়' ঠোঁট টিপে এ ওকে জানায়।
'তবে কি ঘুমোচ্ছে ? না কি জ্ঞানহীন ? ডাক্তার দরকার ?'

'থাক্ বাপু'—ফিনফিনে ফিঙে দুটি ফিরে চ'লে যায়
'আমরা কী করতে পারি ! যার যার ঈশ্বর সহায় !'

নার্স ৩

দু'জন আছেন ওই অ্যাপ্রনসুন্দরী
অ্যাপ্রনের নিচে রেখে হাসি
মুখে মরুভূমি নিয়ে নিয়মিত ভোরে
বিছানা সাজান বারো মাসই
যদি বলি 'চাদরের আমিও কোণ ধরি'
আমাকে দেবেন ঠিক ফাঁসি !

নার্স ৪

হাসিও ছিল বারণ
মুখে তাকাই না, কারণ
তাকালে মুখে রোগীর বুকে
রক্ত-সমুৎসারণ !

ধরেছি বটে নাড়ী,
কপাল ছুঁতে কি পারি ?
এক ঝাপটু-এ মাথায় ওঠে
ছেলে থেকে বুড়ো ধাড়ী !

পায়ের নিচে একটুকরো খাবার

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

ঠোঁটের থেকে পড়ছে ঝ'রে ঝ'রে—
অন্য ধারে গিয়ে খাবার খা না!

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

খুব বিরক্ত করছিল কি তোকে?
বড়োই বেশি করছিল বাহানা?

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

দিস্ নি, ভালো, দিলেই হতো ভুল
লোভ বাড়াতে শাস্ত্রে আছে মানা।

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

তোর দয়াতে হয়তো পেত ভয়
চেঁচিয়ে উঠে বলত 'না-না, না-না'

বিস্ফোরণে ফাটত হঠাৎ দানা
বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা।

বাবুমশাই

আশা করি সকলেই বুঝবেন যে এই ধরনের
রচনা পড়বার বিশেষ একটা সুর আছে।

'সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা!
বেঁচে ছিলাম ব'লেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নিচু জনে'
—কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়

মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,
মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের নুন আনতে পান্তাই
নিত্য ফুরোয় যাদের

'নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলায় কুকুর
সেটা হয় না বাবা

সেটা হয় না বাবা' ব'লেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
কার ভাগে কী কম প'ড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অমনি দু'চোখ বেয়ে

অমনি দু'চোখ বেয়ে অলপ্পেয়ে ঝরে জলের ধারা
বলেন বাবু 'হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা'
কুমীর কাঁদতে থাকে

কুমীর কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে নামা নামা' ব'লে
কিন্তু বাপু আর যাব না চরাতে-জঙ্গলে
আমরা ঢের বুঝেছি

আমরা ঢের বুঝেছি খোঁদীপেচী নামের এসব আদর
সামনে গেলেই ভরবে মুখে, প্রাণ ভ'রে তাই সাধো
তুমি সে-বন্ধু না

তুমি সে-বন্ধু না, যে-ধূপধুনা জ্বলে হাজার চোখে
দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমনতেমন লোকে
তাই সব অমাত্য

তাই সব অমাত্য পাত্রমিত্র এই বিলাপে খুশী
'শুঁড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভূষি
ছি ছি হায় বেচারা'

ছি ছি হায় বেচারা ? শুনুন যাঁরা মস্ত পরিত্রাতা
এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা·কলকাতা
হেঁটে দেখতে শিখুন

হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়
সাহেব 'বাবুমশায় ।

পাগল হবার আগে

ফুলবেলপাতা ড্যাডাং ড্যাং
ঘরকাস্থন্দি ড্যাডাং ড্যাং
দিন যদি তার চোখ শুষে নেয়
রাত্রিবেলার মাথায় ব্যাং ।

ছাপোষা ছাল্লা খে খে রে খাল্লা
বুঝে গিয়েছি হে বেবাক ধাল্লা
মাথার ভিতরে উলটে গিয়েছে
তিনচারজোড়া গোরুর ঠ্যাং।

কাটা-কাট্-কাট্ আরে আকাট
এই ডান-কাৎ এই বাঁ-কাৎ
দিনদুপুরে-যে সবই ডাকাত
জবর গ্যাং।

ফুলবেলপাতা ড্যাডাং ড্যাং
ঘনকাসুন্দি ড্যাডাং ড্যাং
ছড়িয়ে গিয়েছে আসল গ্যাং
অহো রে শহরে গ্যাঙরগ্যাঙ।

এই শহরের রাখাল

গোরুর পিঠে উঠবে ব'লে দৌড়েছিল যুবা
খোলা পথের উপর
লোকে বলল পাগল, লোকে বুঝেও নিল মাতাল
তা ব'লে…ভরদুপুর…?

দুপুরবেলাই? বাঁধো ওকে। মাথায় ঢালো জল
হাতে পরাও বেড়ি!
'বেড়ি? না কি রুপোর মালা?' ব'লে যুবক সবার
ঠিক ক'রে দেয় টেরি।

ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল সবাই 'এইরকমই হবে,
আকাল, মশাই, আকাল!'
গোরুর পিঠে দাঁড়িয়ে যুবা বলে 'এবার আমিই
এই শহরের রাখাল।'

ঘরে ফেরার রাত

দেখেছি পথে যেতে, চলেছে হামা দিয়ে
বৈধাবৈধের লক্ষ চুম্বন
মিলেছে শহরের মুক্ত নাভিতটে
লুব্ধ পাঁচ মাথা : নষ্ট চুম্বন
মানুষ নামে ওঠে মানুষ মাঝখানে
দশটা পাঁচটার ত্রস্ত চুম্বন
কেবিনে পর্দায় গভীর ময়দানে
মুখ না মুখোশের শুষ্ক চুম্বন
এখানে কফি হাতে ওখানে জটলায়
বামন চায় চাঁদে খুচরো চুম্বন
এ-ওকে ধ্বংসের ভিতরে উত্থান
কর্তৃপদে তাই তুখোড় চুম্বন
হঠাৎ-পতনের শায়িত খোলা বুকে
জনতা তোলে খর নখর, চুম্বন
'থামাও, বাঁধো, ধাও' ধ্বনির গহ্বরে
লরি ও ট্যাক্সির প্রখর চুম্বন

শরীর ফেরে তবু, যদিও কৃকলাশ,
চোখের পাতা চায় চোখের চুম্বন।

তিমির বিষয়ে দু'টুকরো

আন্দোলন

ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে প'ড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে ব'সে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।

নিহত ছেলের মা

আকাশ ভ'রে যায় ভস্মে
দেবতাদের অভিমান এইরকম
আর আমাদের বুক থেকে চরাচরব্যাপী কালো হাওয়ার উত্থান
এ ছাড়া
আর কোনো শাস্তি নেই কোনো অশান্তিও না।

বড়ো বেশি দেখা হল

বড়ো বেশি দেখা হল যা-দেখার পাপে শরীরের
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ'রে যায় ত্রাণহীন নীরন্ধ্র কালিমা।
যদিই বাঁচাতে চাও তুই চোখে ঘ'ষে দাও তুঁতে
চোখের তারায় দাও তরবারি উদ্দাম লবণ
জ্বালাও গন্ধক ধূম হলাহল ধ্বংস ক'রে দাও
চেতনা চৈতন্য বোধ লুপ্ত করো অনুভব স্বাদ
শিরায় ছড়াও আর্দ্র ধারাময় সরীসৃপ দাহ
কটাহে ঘোরাও দণ্ড অক্ষিপট ঝিল্লি কনীনিকা
ছিন্ন ক'রে নাও ছিন্ন অন্ধ ক'রে দাও তুই চোখ
বড়ো বেশি দেখা হল ধর্মত যা দেখা অপরাধ!

তুমি

আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো, তুমি।

গঙ্গাযমুনা

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
আর সবই থামা থেমে-যাওয়া চোয়ালে-চোয়াল-জাগা উচ্চাশার ঝুল লাগা
নেমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অন্নময়
ভয় আর ধ্বস্তদেহ ফেলে রেখে ছুটে যাওয়া টায়ার টায়ার
ব্রিজ ধ্বস্
আর সবই শহরের কবিতা, কেবল এইটে প্রান্তরের।

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
এইটে উপচেপড়া পূর্ণ টান সমুদ্রের কী কী যেন বাকি ছিল ব্যথা দেওয়া হল
কাকে অকারণে একদিন হাঁটুজল ভেঙে চ'লে যাওয়া বসন্তের উড়ো চুল
হাসাহাসি করে লোকে নিচু হয়ে বুকে নেওয়া সমস্ত পথের ধুলো
হাজার হাজার পাতা উড়ে যাওয়া আসন্ন ঈশান
আর সবই গঙ্গার কবিতা, কেবল এইটে যমুনার।

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হল ?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব ?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান ক'রে ধূপ জ্বেলে চুপ ক'রে নীলকুঠুরিতে
ব'সে থাকি ?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে প'রে নিই
মানবশরীর একবার ?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে-ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো ?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো।   চতুরতা, যাও।
কী-বা আসে যায়

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয়!

হওয়া

হলে হল, না হলে নেই
এইভাবেই
জীবনটাকে রেখো।
তাছাড়া, কিছু শেখো
পথেবসানো ওই
উলঙ্গিনী ভিখারিনীর
দু'চোখে ধীর
প্রতিবাদের কাছে

আছে, এসবও আছে।

বাজি

সন্ন্যাসী হয়েছ সবটুকু?
সবটুকু।
ছেড়ে দিতে পারো সব? রাজী?
রাজী।
উপেক্ষা কি উপেক্ষা দিয়েই
সহজে ফেরাতে পারো মূলে?

খুলে
দিয়েছ সমস্ত দ্বার ? আর
নিহিত শীতের রাত্রে তালবীথি দেখেছে আগুন
ওই স্বচ্ছ জলে ?
তবে এসো, এইবার, সবটুকু ধরো, দাও টান
মনে রেখো কিছুতেই কোথাও তোমার কোনো ত্রাণ
নেই
জিতে গেছ বাজি !

কুয়াশা

লাফ-দিয়ে চলেছে বাস মেঘের মজ্জার মধ্য দিয়ে
সফেন পালকগুলি খোলাখুলি বুকে এসে লাগে
পাশাপাশি মানুষেরা আজ খুব চুপ হয়ে আছে
'হেডলাইট জ্বালাও' আর অতর্কিতে খোলে দুই চাঁদ
জাগায় কিছু-বা ঝাউ ধাবমান শূন্যের ধারায়
চোখের বাঁ-ধার দিয়ে স'রে যায় ধবল সবুজ
লাফ-দিয়ে চলেছে বাস ভিতরে ঢুকেছে হালকা ভোর
অবুঝ মেয়েটি সেও অনায়াস ক'রে দিয়ে হাত
চেয়ে দেখে মানুষ কী মুহূর্তে সুন্দর হতে পারে ।

ধর্ম

শুয়ে আছি শ্মশানে । ওদের বলো
চিতা সাজাবার সময়ে
এত বেশি হল্লা ভালো নয় ।

মাথার উপর পায়ের নিচে হাতের পাশে ওরা
সবাই তোমার বান্দা
ওদের বলো

বলো যে এই শূন্য আমার বুকের উপর দাঁড়াক
খুলুক তার গুল্ফ-ছোঁয়া চুল
মুকুটভরা জ্ব'লে উঠুক তাবা। ওরা পালাক

আর, নাম-না জানা মুণ্ডমালা থেকে
ঝ'রে পড়ুক, ধর্ম ঝ'রে পড়ুক
ঠাণ্ডা মুখে, আমার ঠাণ্ডা বুকে, ঠাণ্ডা।

সঙ্গিনী

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।

পায়ের ভিতর মাতাল, আমার পায়ের নিচে
মাতাল, এই মদের কাছে সবাই ঋণী—
ঝল্‌মলে ঘোর দুপুরবেলাও সঙ্গে থাকে
হাঁ-করা ওই গঙ্গাতীরের চণ্ডালিনী।

সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।

মানে

কোনো-যে মানে নেই, এটাই মানে।
বন্য শূকরী কি নিজেকে জানে?
বাঁচার চেয়ে বেশি বাঁচে না প্রাণে।

শকুন, এসেছিস কী-সন্ধানে?
এই নে বুক মুখ হাত নে, পা নে—
ভাবিস পাবি তবু আমার মানে?

অন্ধ চোখ থেকে বধির কানে
ছোটে যে বিদ্যুৎ, সেটাই মানে।
থাকার চেয়ে বেশি থাকে না প্রাণে।

ছুটেছে উন্মাদ, এখনো ত্রাণে
রেখেছে নির্ভর, সহজযানে
ভাবে সে পেয়ে যাবে জীবনে মানে!

বিভোর মাথা কেউ খুঁড়েছে শানে
কিছু-বা ভীরু হাত আফিম আনে—
জানে না বাঁচে কোন্ বীজাণুপানে:

কোনো-যে মানে নেই সেটাই মানে।

কোনো-যে মানে নেই সেটাই মানে।

ধ্বংস করো ধ্বজা

আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই, চুপ

তবু
বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।

বলতে চাই, জানি
জানি যে এই আমার মজ্জার মধ্য দিয়ে তোমার
ঘিরে ঘিরে পাক দেওয়া টান

বলতে চাই তোমার শেষ নেই তোমার শুরু নেই, কেবল জল, লবণ
তোমার চোখ নেই স্নায়ু নেই
শুধু কুসুম

শুধু পরাগ, আবর্তন, শুধু ঘূর্ণি
শুধু গহ্বর
বলতে চাই, নিপাত যাও - ধ্বস্ত হও - ভাঙো

কিন্তু বলতে পারি না, কেননা তার আগেই
তুমি নিজে
নিজের হাতে ধ্বংস করো আমার ধ্বজা, আমার আত্মা।

পুরোনো গাছের গুঁড়ি

ছিল-বা হাসির চপলতা। পানপাতা যেন
মুছে নেয় গাল

এমনই সবুজ আভা মুখে
মনে হয়েছিল এত অনাদরে তবুও সজল

স্নেহশাখা, পাতায় পাতায় ক্রীড়াময়, কথা বলা
শিরায় শিরায়

দুধারে ছড়ানো এই প্রণতি ও উত্থান, মনে হয়েছিল
তুমি আছো, আছো তুমি।   তবু

চোখ যদি ফিরে আসে মূলে
খুলে যায় রজনীর নীল

নিচু হয়ে বলি :
পুরোনো গাছের গুঁড়ি, বাকলে ধরেছ কত ঘুণ ?

সেদিন অনন্ত মধ্যরাত

বৃষ্টি হয়েছিল পথে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে
বাসা ভেঙে গিয়েছিল, গাছগুলি পেয়েছিল হাওয়া
সুপুরিডানার শীর্ষে রুপোলি জলের প্রভা ছিল

আর ছিল অন্ধকারে – হৃদয়রহিত অন্ধকারে
মাটিতে শোয়ানো নৌকো, বৃষ্টি জ'মে ছিল তার বুকে
ভেজা বাকলের শ্বাস শূন্যের ভিতরে শুব্ধ ছিল

মাটি'ও আকাশ শুধু সেতু হয়ে বেঁধেছিল ধারা
জীবনমৃত্যুর ঠিক মাঝখানে বায়বীয় জাল
কাঁপিয়ে নামিয়েছিল অতীত, অভাব, অবসাদ

পাথরপ্রতিমা তাই পাথরে রেখেছে শাদা মুখ
আর তার চারধারে ঝ'রে পড়ে বৃষ্টি অবিরল
বৃষ্টি নয়, বিন্দুগুলি শেফালি টগর গন্ধরাজ

মুছে নিতে চায় তার জীবনের শেষ অপমান
বাসাহীন শরীরের উড়ে-যাওয়া ম্লান ইশারাতে
বৃষ্টি হয়েছিল বুকে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে।

পথের বাঁকে

আজ আমার কথা বলবার কথা নয়
তবু বলি :
দাঁড়িয়ে আছি এই পথের বাঁকে

আর সামনেই
ডালপালাহারা দীর্ঘ বাকল
ঠাণ্ডা আর চুপ

ত্রিবলী ভাঁজের মধ্যে কেবল
লুকিয়ে রাখা
দশকের পর দশকের সব সমর্পণ

আর হয়তো
দু'একটি আশ্রয় দেবারও স্মৃতি
কুঠারের ওঠানামা

তারপর
গঙ্গার দিকে মিলিয়ে যাওয়া কত পায়ের
রেখা আর ধ্বনি

আমাকে রেখে যায় এইখানে
অশীতিপর, অন্ধ, আর
সন্ততিহীন !

শাদা ফলক

সেদিন রাত্রে ফিরে আসার মুহূর্তে
শহরের বুকের মধ্যে
কুয়াশা ভেঙে জেগে উঠছিল রাশি রাশি নাম-না-জানা কবর

প্রথমে মনে হয়েছিল যেন
স্থির হয়ে ব'সে আছে সারি সারি নতজানু নান
প্রার্থনায় হিম

হাওয়া ছিল মাঘের
কেঁপে উঠছিল চরাচর ইউক্যালিপটাসের গন্ধের দিকে
অপরাধময়

তারপর
কুয়াশা হল পাথর
প্রার্থনাও হল ওই শাদা ফলকের অভিমান

মসৃণ, এপিটাফহীন
ফিরে আসার সময়।

মণিকর্ণিকা

চতুর্দশীর অন্ধকারে ব'য়ে যায় গঙ্গা
তার ওপরে আমাদের পলকা নৌকোর নিশ্বাস
মুখে এসে লাগে মণিকর্ণিকার আভা

আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না
হাতে শুধু ছুঁয়ে থাকি পাটাতন
আর দু'এক ফোঁটা জলের তিলক লাগে কপালে

দিনের বেলা যাকে দেখেছিলে চণ্ডাল
আর রাত্রিবেলা এই আমাদের মাঝি
কোনো ভেদ নেই এদের চোখের তারায়

জলের ওপর উড়ে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ
বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ভস্ম
পাঁজরের মধ্যে ডুব দিচ্ছে শুশুক

এবার আমরা ঘুরিয়ে নেব নৌকো
দক্ষিণে ওই হরিশ্চন্দ্রের ঘাট
দুদিকেই দেখা যায় কালু ডোমের ঘর

চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশানের মাঝখানে
আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না।

জীবনবন্দী

করুণা চেয়েছি ভাবো? তোমাদের সমর্থন? ভুল।
অনুমোদনের জন্য হৃদয়ে অপেক্ষা নেই আর।
সে জানে ভুলের মাত্রা, সে জানে ধ্বংসের সব সূচী,
এ হাতে ছুঁলে সে জানে ভস্ম হয়ে যাবে ওই মুখ।
কার কাছে কথা তবে? কারো কাছে নয়। এ কেবল
যেভাবে জীবনবন্দী বুকচাপা কুঠুরিতে ব'সে
দিনের রাতের চিহ্ন এঁকে রাখে দেয়ালের গায়ে
সেইমতো দিন গোনা রাত জাগা মাথা খুঁড়ে যাওয়া,
লোহাতে লোহার ধ্বনি জাগানো, বাজানো, বিফলতা।
যে দেখে সে দেখে শুধু একজন খুলে দিয়ে চুল
সবারই পাঁজর চেপে দাঁড়িয়েছে লোল রসনায়
এ কেবল তারই নাচ বলয়ে বলয়ে বুনে যাওয়া—
ভালো যদি বলো একে ভালো তবে, না বলো তো নয়।

তক্ষক

তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোনো নৌকো নেই তোমার কোনো বৈঠা নেই
কেবল ব্যাপ্তি
তোমার কোনো উৎস নেই তোমার কোনো ক্ষান্তি নেই
কেবল ছন্দ

তোমার শুধু জাগরণ শুধু উত্থাপন কেবল উদ্ভিদ
তোমার শুধু পান্না আর শুধু বিচ্ছুরণ কেবল শক্তি

তোমার কোনো মিথ্যা নেই তোমার কোনো সত্য নেই
কেবল দংশন
তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো দৃষ্টি নেই তোমার কোনো শ্রুতি নেই
কেবল সত্তা।

বাবরের প্রার্থনা

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস ক'রে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয় !
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা !

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান ;
পাথর ক'রে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝল্‌সানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ ক'রে ওকে কোথায় নেবে ?
ধ্বংস ক'রে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।

শূন্যের ভিতরে ঢেউ

বলি নি কখনো ?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে ।

এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা

কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো
কোনো ভাষা নেই

কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জেগে
যতদূর মুছে নিতে জানে

দীর্ঘ চরাচর,
তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই

কেননা পড়ন্ত ফুল, চিতার রুপালি ছাই, ধাবমান শেষ ট্রাম
সকলেই চেয়েছে আশ্রয়

সেকথা বলি নি ? তবে কী ভাবে তাকাল এতদিন
জলের কিনারে নিচু জবা ?

শূন্যতাই জানো শুধু ? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
সেকথা জানো না ?

মোরগঝুঁটি

গিয়েছে আর সব, কেবল বাকি
বুকের ভিতরের মোরগঝুঁটি।

সেখানে হাওয়া দেয় অপরিণাম
শূন্যতায় ঘেরা তোমার নাম।

হাওয়ার টান হল আদিম ঝড়
পাথরও ফেটে যায়, ওড়ে পাথর।

তখনও কাঁপে তার পাঁজরতলে
আগুনে পোড়ে না যা ভেজে না জলে

খড়

পাথরের উপর খড় বিছানোর শব্দ
বুকে তোমাব হাত

পাথরের উপর খড় বিছানোর শব্দ
বুকে তোমার হাত

তরাই থেকে উঠে আসে রাত্রি
শিখর থেকে গড়িয়ে আসে নিশ্বাস
মস্ত এক চাকায় নীল ঘূর্ণি

বুকে তোমার হাত
পাথরে ওই খড়ের হেম নিশ্চল।

ঢাকা ১৯৭৫

সমস্ত ধুলোর মধ্যে মিশে থাক স্তব
তোমার পায়ের মুদ্রা থেমে থেমে যাবে

প্রতিটি সকাল হোক ভ্রমণের স্মৃতি
চোখের প্রথম মুক্তি নদীতে তাকাবে

কৃষ্ণচূড়া এ শহর করে দিক রাধা
তখনই সবার বুকে দামামা বাজাবে

ছিন্ন মুহূর্তের সেই ভস্ম হওয়া জ্বালা—
সেদিন আমার ছিলে, আজ কার পালা ?

দুই মুহূর্ত

১
হাত তোলো যদি নৃত্যনাট্য
কথা যদি বলো ছন্দ
ভ্রূকুটিশাসনে অবশ করেছ
শরীরের চতুরঙ্গ ।

স্তব্ধ বসেছি আকাশের নিচে
শূন্যতা ওঠে প'ড়ে
খান্ খান্ ক'রে দিয়েছিলে সব
অনায়াসে এরই জোরে ।

২

শরীরে হঠাৎ ফেরে কৈশোর
মাটিতে ছোঁয়ালে পা
আর কোনোদিন তোমার ঘরের
ত্রিসীমায় যাব না।
লতায় লতায় জড়িয়ে উঠেছে
অবাধ সবুজ স্মৃতি
শিরার ভিতরে নৌকোনদীর
সংঘাত আজও ঠিকই।

বেজে উঠল ঢাক

খুব দূর থেকে গড়িয়ে আসে ঢাকের শব্দ
এখন রাতদুপুর

সপ্তর্ষির দিকে উড়ে যায় শহরের ঘর
চোখের পাতায় বইতে থাকে খাল, খালের পাশে শ্যাওলাজঃ

নেমে আসার জমি
যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা তালসুপুরি

জলের উপর ভাসে আমার ছেড়ে আসা
সারিবাঁধা বদর বদর ডাক

বেজে উঠল অনেকদিনের ঢাক।

তখনও রাতদুপুর
সবার চোখে উপুড়করা প্রদীপ

জাগে কেবল
পাটাতনের পাঁজরভাঙা চলন্ত মাস্তুল

ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাখে কেবল দূরের
মাটি, আমার বিলীয়মান মাটি—

বেজে উঠল হাজার কাঠির ঢাক।

মনকে বলো 'না'

এবার তবে খুলে দেওয়া, সব বাঁধনই আলগা ক'রে নেওয়া
যখন বলি, কেমন আছো? ভালো?
'ভালো' ব'লেই মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন মরুভূমি
এবার তবে ছিন্ন ক'রে যাওয়া।

বন্ধ ছিল সদর, তোমার চোখ ছিল যে পাথর
সেসব কথা আজ ভাবি না আর
যাওয়ার পরে যাওয়া কেবল যাওয়া এবং যাওয়ায়
আকাশ গন্ধরাজ।

শিরায় শিরায় অভিমানের ঝর্না ভেঙে নামে
দুই চোখই চায় গঙ্গাযমুনা
মন কি আজও লালন চায়? মনকে বলো 'না'
মনকে বলো 'না', বলো 'না'।

কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

আমারই বুক থেকে ঝলক
পলাশ ছুটছিল সেদিন

লোকেরও লাগছিল ভালো –
লোকের ভালো লাগছিল।

লোকে কি জেনেছিল সেদিন
এখনও বাকি কাছে আর কে ?

আসলে ভেবেছিল সবই
উদাস প্রকৃতির ছবি।

তবু তো দেখো আজও ঝরি
কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

তোমারই সেণ্ট্রাল জেলে
তোমারই কার্জন পার্কে।

হাসপাতালে বলির বাজনা

আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার মাসীমা যখন মারা যান।

চারদিকে ছুটছিল বাজি, কালীপুজোর রাত। হাসপাতালের বারান্দাও কেঁপে উঠছিল আনন্দে।

তালে তালে জাগছিল হিক্কা, শেষ সময়ের নিশ্বাস। হয়তো এবার শুনতে পাব : রঞ্জন রঞ্জন

বেজে উঠল ঢাক, হাজার কাঠির ঝনৎকার। আমরা সবাই নিচু হয়ে কান নিয়েছি কাছে

ঠোঁটের ভিতর ফেনিল ঢেউ : এল, ওই এল ওদের নিশান, আমায় ছাড়্। তুবড়ি ওঠে জ্ব'লে।

আমরা সবাই বলেছিলাম : শেষ সময়ের প্রলাপ।

হাসপাতালে বলির বাজনা : ভাই ছিল ফেরার।

পাখি বিষয়ে দুটি

ঘরণী

না জেনে এ কোন্ জলে ফেললেন প্রভুজীবন !
না কি জেনেই ?
এতদিন বেশ টেনেটুনে এসে
আজ এই ঘোর রজনীর শেষে
ঘরে ফিরে দেখি খাঁচা প'ড়ে আছে
পাখি যে নেই !

উপঘরণী

বন থেকে বেরুলেন টিয়ে
ইতিউতি তাকালেন
তারপর উঠলেন গিয়ে
বাবুদের মোটরে ।
এবার শিল্প হোক, এবার শিল্প হোক
বাবুরা মাতেন বনে
কোটরে ।

চাপ সৃষ্টি করুন

ঝরে যাবেন ? ঝরুন
ঝরুন দাদা, ঝরুন !
ভিতর দিকে আছেন যারা
একটু মশাই নড়ুন —
চাপ সৃষ্টি করুন !
চাপ সৃষ্টি করুন !

হঠাৎ ঝাঁপে উলটে যাবেন
শক্ত হাতে ধরুন।
খুব যে খুশি পা-দানিতেই
কেইবা চায় দুঃখ নিতে—
যা পেয়েছেন দেখুন ভেবে
নাক না ওটা, নরুন।

একটু মশাই নড়ুন
ভিতর থেকে নড়ুন
চাপ সৃষ্টি করুন
চাপ সৃষ্টি করুন!

'মার্চিং সং'

সুন্দরী লো সুন্দরী
কোন মুখে তোর গুণ ধরি
দিব্যি সোনার মুখ ক'রে-তুই
তুই বেলা যা খাস
ঘাস বিচালি ঘাস।

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস
কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো
পদ্মাভসংকাশ
নেই কোনো সন্ত্রাস!

নেই কোনো সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেউ বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ—
ঘাস বিচালি ঘাস!
ঘাস বিচালি ঘাস!

রাধাচূড়া

মালী বলেছিল।   সেইমতো
টবে লাগিয়েছি রাধাচূড়া।
এতটুকু টবে এতটা গাছ ?
সে কি হতে পারে ?   মালী বলে—
হতে পারে যদি ঠিক জানো
কী ভাবে বানায় গাছপালা।

খুব যদি বাড়্ বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠাণ্ডা, চুপ—
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া।

সবই বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলে নি সেটা হল
সেই বাড়্ নিচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে
হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ।

এমন-কী সেই মরশুমি টব
ইতস্ততের চোরা টানে
বড়ো মাথা ছেড়ে ছোটো মাথায়
কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসায়
ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে
সে কথা কি মালী বলেছিল ?

মালী তা বলে নি, রাধাচূড়া !

'আপাতত শান্তিকল্যাণ'

পেটের কাছে উচিয়ে আছো ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভালো।
তরল আগুন ভরে পাকস্থলী
যে-কথাটাই বলাতে চাও বলি
সত্য এবার হয়েছে জমকালো।

গলায় যদি ঝুলিয়ে দাও পাথর
হালকা হাওয়ার গন্ধ সে তো আতর
তাই নিয়ে যাই অবাধ জলস্রোতে –
সবাই বলে, হা হা রে রঙ্গিলা
জলের উপর ভাসে কেমন্ শিলা
শূন্যে দেখো নৌকো ভেসে ওঠে।

এখন সবই শান্ত সবই ভালো
সত্য এবার হয়েছে জমকালো
বক্ষ থেকে পাঁজর গেছে খুলে
এ-দুই চোখে দেখতে দিন বা না দিন
আমরা সবাই ব্যক্তি এবং স্বাধীন
আকাশ থেকে ঝোলা গাছের মূলে।

বাবু বলেন

আমি কেবল কথাই বলি
পুঁথিই পড়ি ব'সে
জীবনযাপন? করুক সেটা
চাকরবাকরেরা।

মরছে যারা মরুক তারা
নিজের নিজের দোষে
আমি জানি, মাথার জোরে
আমিই সবার সেরা।

মানুষ ছুঁতে চাই না বটে,
মানবতার জ্ঞানে
হৃদয়মেধা থাকে আমার
সব সময়ে ঘেরা
পালটে দিতে পারি ভুবন
আখ্যানে-ব্যাখ্যানে—
জীবনযাপন? করবে সেটা
চাকরবাকরেরা।

সবাই যদি বলেও আমায়
মিথ্যে এবং মেকি
নিজের কথার জ্বালায় যদি
জ্বলে নিজের ডেরা
পুড়তে পুড়তে তখনও তার
জানলা দিয়ে দেখি
জীবনযাপন করছে যত
চাকরবাকরেরা।

বিকল্প

নিশান বদল হল হঠাৎ সকালে
ধ্বনি শুধু থেকে গেল, থেকে গেল বাণী
আমি যা ছিলাম তাই থেকে গেছি আজও
একই মতো থেকে যায় গ্রাম রাজধানী

কোনো মাথা নামে আর কোনো মাথা ওঠে
কথা ছুঁড়ে দিয়ে যায় সারসের ঠোঁটে।

আমার গাঁয়েই না কি এসেছিল রাজা
কখনও দেখি নি এত শালু বা আতর
নিচু হয়ে আঁজলায় চেয়েছি বাতাস
রাজা হেসে ব'লে যায়: ভালো হোক তোর।

কথা তবু থেকে যায় কথার মনেই
কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই!

হাতেমতাই

হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই
চূড়োয় বসিয়েছি তাকে
দুহাত জোর ক'রে বলেছি 'প্রভু
দিয়েছি খত দেখো নাকে।
এবার যদি চাও গলাও দেব
দেখি না বরাতে যা থাকে—
আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে!'

ডুমুরপাতা আজও কোমরে ঝোলে
লজ্জা বাকি আছে কিছু
এটাই লজ্জার। এখনও মজ্জার
ভিতরে এত আগুপিছু!
এবার সব খুলে চরণমূলে
ঝাঁপাব ডাঁই-করা পাঁকে
এবং মিলে যাব যেমন সহজেই
চৈত্র মেশে বৈশাখে।

মনোহরপুকুর

শহর তার বুকের থেকে খুলে দিয়েছে ঢাল
অরক্ষিত যে-কোনো দিকে ছুটেছে মানুষেরা
এক নিমেষে মিশে গিয়েছে তরঙ্গ ও ত্রাস

গলির মুখে খুলে গিয়েছে সুড়ঙ্গের ডাঙা
হাজার হাত ছড়িয়ে আছে অকালভৈরবী
এ চোখে যদি অসুর তার অন্য চোখে সুরা

অগস্ত্যের চুমুক শুষে নিয়েছে সব জল
পাতাল ছিঁড়ে জেগেছে যত মাছের মৃতদেহ
মাথার থেকে মাথায় ছোটে বিদ্যুতের শিরা

দিনদুপুরে নিলামডাকে বিকিয়ে গেছে পাড়া
আমিও শুধু একলা ব'সে মনোহরপুকুরে
ছিপ করেছি নিজের হাতে নিজেরই শিরদাঁড়া

অনুক্রম

শ ঘো খে ক ৯

সূচীপত্র